NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে হরিণঘাটায় জনসভা অভিষেকের

পৃঃ ২

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ২৮ এপ্রিল ২০২৬ ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩১৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.04.2026, Vol.19, Issue No. 316, 8 Pages, Price 3.00

বিদ্রোহের মাটি থেকে প্রত্যয়ী বার্তা

‘শপথে আসবই’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট। ১৪২টি আসনে হবে ভোটগ্রহণ। সোমবার দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচারের শেষ দিন ভাটপাড়ায় সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি জানান, গত কয়েক দিন প্রচার করে, রাজ্যে ঘুরে তিনি বুঝেছেন, ৪ মে-র পরে বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আবার এ রাজ্যে আসতে হবে তাঁকে। তিনি জানিয়েছেন, এ রাজ্যের মানুষকে আপন মনে হয় তাঁর। তাঁদের কাছে গিয়ে শান্তি পান। সেই সঙ্গে তৃণমূল সরকারকেও কটাক্ষ করেছেন মোদী।

প্রচারের শেষ লগ্নে মোদী-ঝড়। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে সোমবার জগদ্দলের জিলেপি ময়দানের জনসভা থেকে তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যারাকপুরের ইতিহাস স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুরের এই মাটি থেকেই স্বাধীনতার প্রথম লড়াই শুরু হয়েছিল। আর আজ এখান থেকেই তৃণমূলের ‘জঙ্গলরাজ’ খতম করার লড়াই শুরু হচ্ছে।’’

জনসভার মানুষের জনজোয়ার দেখে প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, এই নির্বাচনের এটাই তাঁর শেষ সভা। বাংলার মানুষের মন-মেজাজ বলে দিচ্ছে বিজেপির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। ৪ ঠা মে-র পর নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সমারোহে তিনি

ছবি: অদিতি সাহা

যোগ দিতে ফের বাংলায় আসবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের সঙ্গে ভাগ্য বদলাবে পূর্ব ভারতের। তবে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ মজবুত করা দরকার। তাই অঙ্গ-কলিঙ্গ জয়ের পর এবার পদ্ম ফুল ফোটানোর পালা বঙ্গে। তাঁর কথায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন। তা এবার পূর্ণ হবে। তৃণমূলকে নিশানা করে মোদী বলেন, মা-মাটি-মানুষের স্লোগান তুলে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু এবারের নির্বাচনে তৃণমূল মা-মাটি-মানুষ স্লোগান মুখে আনেনি। কারণ, তৃণমূল সরকার গত ১৫ বছর বাংলার মানুষের জন্য কিছুই করেনি। তাঁর দাবি, বাংলায় পরিবর্তন অবশ্যই দরকার।

‘এ যেন আমার এক তীর্থযাত্রা’

■ আগামী ৪ মার্চ বিধানসভা ভোটের গণনাপর্বের পরে আবার পশ্চিমবঙ্গে আসার বিষয়ে আশাবাদী তিনি। রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ কর্মসূচিতে অংশ নিতে। সোমবার প্রচারের শেষপর্বে এ কথা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পরেই এআই সহায়তায় প্রণীত এক অডিয়োবার্তায় পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশে তিনি বললেন, ‘গণতন্ত্রের মন্দিরে বিজয়পতাকা ওড়ানোর এক অসাধারণ সুযোগ আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।’

সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত ওই অডিয়োবার্তায় শুরুতে মোদী লিখেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে আমার প্রিয় পরিবারবর্গ, গণতন্ত্রের এই উৎসব আপনাদের সামনে বিজেপির বিজয়ের ধ্বজা ওড়ানোর এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। আমি নিশ্চিত যে ২৯ এপ্রিল, আপনারা ভোটদানের এক নতুন রেকর্ড গড়বেন।

প্রচারের শেষবেলায় মেগা মিছিল মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচার পর্ব শেষ হল সোমবার। শেষলগ্নে শহরের রাস্তায় নেমে মেগা মিছিল করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিকেলে যাদবপুরের সুকান্ত সেতু থেকে মিছিল শুরু করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও। উপস্থিত ছিলেন দলের অন্যান্য নেতা-মন্ত্রী ও বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক।

সুকান্ত সেতু থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল ঢাকুরিয়া ব্রিজ পেরিয়ে গোলপার্ক, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি হয়ে ভবানীপুরে গিয়ে শেষ হয়। পথে পথে জনসমর্থন ও স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে দক্ষিণ কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ভবানীপুরে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে মিছিলে পা মেলান টালিগঞ্জের প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস, যাদবপুরের দেবব্রত মজুমদার, রাসবিহারীর দেবাশিস কুমার,

বালিগঞ্জের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কসবার জাভেদ খান।

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এদিনই ছিল প্রচারের শেষ দিন। ফলে সকাল থেকেই সময় নষ্ট না করে প্রচারে ঝাঁপান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। সেই দৌড়ে এগিয়ে থাকতে শহরের রাস্তায় নেমে সরাসরি জনসংযোগে জোর দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

‘দিদির গুন্ডাদের ভয় পাওয়ার দরকার নেই’

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার ভোটের মুখে বেহালার মাটিতে প্রচারে নেমে কড়া সুরে বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জনসভা থেকে রোড শো-সব জায়গাতেই তাঁর বক্তব্যে উঠে এল নিরাপত্তা, পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ শাসনের রূপরেখা।

ভোটারদের উদ্দেশে সরাসরি আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ‘দিদির গুন্ডাদের ভয় পাওয়ার দরকার নেই।’ তাঁর দাবি, নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন রাখতে সর্বত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এবং মানুষ নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারবেন। ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়েও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন শাহ। তাঁর কথায়, নির্বাচন মিটে গেলেই বাহিনী তুলে নেওয়া হবে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ভোটের পরও কয়েক দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, এমন ইঙ্গিত দিয়ে নিরাপত্তার প্রশ্নে কড়া অবস্থান তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যে সরকার গঠন নিয়েও

আত্মবিশ্বাসী সুর শোনা যায় তাঁর গলায়। বাংলায় এবার আমাদের সরকার আসছে,’ এই দাবি জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ক্ষমতায় এলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর দিকেও পদক্ষেপ করা হবে। শাসক দলকে আক্রমণ করতেও পিছপা হননি শাহ। তাঁর অভিযোগ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসে জর্জরিত বর্তমান শাসনব্যবস্থা আর বেশিদিন টিকবে না।

মেয়াদ বাড়ল

■ রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তের চাকরির মেয়াদ ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করল কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। আগামী ৩০ এপ্রিল তাঁর অবসর ছিল। ওই মেয়াদ আরও ছয় মাস বৃদ্ধি হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়ে এমন নির্দেশই দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি বদল করেছিল কমিশন। ডিজিপি পদ থেকে পীযূষ পাণ্ডেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রদূত দীনেশ

■ সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল আগেই। এ বার বাংলাদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিয়োগ করা হল দীনেশ ত্রিবেদীকে। সোমবার বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছে, দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার (রাষ্ট্রদূত) হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। শীঘ্রই তিনি দায়িত্বগ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছে মন্ত্রক। এত দিন বাংলাদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন প্রণয় বর্মা।

আক্রান্ত মিতালি! জল পড়ল চিত্রনাট্যে?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের প্রাক্কালে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের বর্মা এলাকা। হুগলির গোঘাটে আক্রান্ত হয়েছেন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ। সোমবার দুপুরে তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ। এই ঘটনায় তিনি আহত হয়েছেন। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। জখম সাংসদকে দেখতে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

এদিকে, এই পরিস্থিতির পর পুলিশ যে রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনে দিয়েছে, তা বলছে অন্য কথা। গ্রেপ্তার করা হয়েছে তৃণমূলেরই এক কর্মীকে। কমিশনের তরফে জানতে চাওয়া হয়, এদিন ঠিক কী হয়েছিল মিতালির সঙ্গে। পুলিশ সুপার প্রাথমিক রিপোর্টে জানান, এটা গোষ্ঠীকোন্দলের ঘটনা। আসলে তৃণমূলেরই লোক এই কাজ করেছে। এসপি রিপোর্টে ওই ঘটনাকে

‘সাজানো ঘটনা’ বলে উল্লেখ করা হয়। মিতালির উপর হামলার জন্য কোনও পরিকল্পনা করা হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে পুলিশ রিপোর্টে।

আরামবাগের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি তথা পুরশুড়ার বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ পাল্টা দাবি করেছেন, ‘প্রার্থী প্রশান্ত দিগারের সমর্থনে এখানে প্রচার চলছিল। সেই সময় গোঘাটের তৃণমূল নেতা সঞ্জয় খানের নেতৃত্বে কিছু দুষ্কৃতী লাঠি, ইট, রড, বন্দুক নিয়ে আমাদের কর্মীদের উপর হামলা চালায়। হাসপাতালে ২০ জন ভর্তি। মোট ৫০ জন আহত। বিজেপির প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। ঘটনাটি চাপা দেওয়ার জন্য মিতালি বাগ নাটক করছেন।’

এদিন পথসভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আমি আহত সাংসদকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। সিপিএমের হার্মাদগুলো জামা পাল্টে জার্সি পাল্টে বিজেপিতে গিয়েছে। যারা একজন এসসি মহিলার উপর হামলা চালিয়েছে, তাদের সিসিটিভি দেখে চিহ্নিত করা হবে। আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো। ৪ তারিখের বারোটার পরে তাদের কে বাঁচায় দেখবো। কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা, আর কোন দিল্লির বাবা বাঁচাতে আসে আমি দেখবো। তৃণমূল না থাকলে উন্নয়ন হবে না।’

কাল ভোট হবে

ভয় বনাম ভরসার

বিজেপি মানেই ভরসা

- মহিলাদের ৩,০০০ টাকা প্রতি মাসে
- এক কোটি নতুন চাকরি ও কর্মসংস্থান
- চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বেকার যুবদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা
- কৃষকদের বছরে পিএম সম্মান নিধির ৯,০০০ টাকা
- ধানের ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য হবে কুইন্টাল প্রতি ৩,১০০ টাকা
- কলকাতা মেট্রোর থমকে থাকা সব প্রকল্পের বাস্তবায়ন
- আলু কৃষকদের জন্য জেলা স্তরে প্যাকেজিং এবং রপ্তানি কেন্দ্র
- সুন্দরবন থেকে সরাসরি দার্জিলিং যাওয়ার জাতীয় সড়ক নির্মাণ
- ‘ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট’ পদ্ধতিতে অনুপ্রবেশের সমাপ্তি
- মাফিয়া এবং সিন্ডিকেটরাজের অবসান, সামাজিক পরিবেশ হবে সুরক্ষিত

বিজেপি

পাল্টানো দরকার

চাই বিজেপি সরকার

ভয় OUT ভরসা IN BJP কে ভোট দিন

Certificate Number - 298/2026

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

AFFIDAVIT

I, **Saiyad Din Mahammad** S/O Late Saiyad Najmul Bari of Vill.- Piardanga, P.O.- Korasia, P.S.- Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur do hereby declare vide affidavit no. 142 dated 17.02.2026 in the Court of Ld. A.C.J.M. Ghatal, (1st Class) that my actual name is Saiyad Din Mahammad S/O Late Saiyad Najmul Bari and it is recorded in my Aadhar Card but spelling of my said name has been wrongly written as Dina Mahammad in my PAN card and Din Mahammad in my Voter card.Saiyad Din Mahammad S/O Late Saiyad Najmul Bari, Dina Mahammad S/O Late Saiyad Najmul Bari and Din Mahammad S/O Late Saiyad Najmul Bari is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **ALPANA DAS,** W/O Late SHYAMAL CHANDRA DAS, Residing at Block-AC-51/1, Sec-I, Salt Lake, Kol-64, have changed my name and shall henceforth be known as ALPONA DAS as declared before the Notary Public at Alipur judges' Court, Kolkata vide affidavit No. 77 Dtd. 18.04.2026. ALPANA DAS and ALPONA DAS both are same and identical person.

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি হোসেন আরা বেগম, রওশনারা বেগম, সাহানা মন্ডল, সুলতানা বেগম, রুকসানা বেগম, সকলের পিতা - ওমর ইউনানী, সকলে জে.এল. নং - ৯৮ শ্রীনগর, জে.এল. নং - ১১৮ ডেলুয়াগাছি, জে.এল. নং - ১১৭ রোসনা মৌজায় আমাদের সকল ০৩/০৬/২০১৫ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৩৩ নং আমমোক্তার বলে আমাদের ভাইপো ইমতিয়াজুল আনোয়ার কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আমাগী ৩০ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

হোসেন আরা বেগম
পান্ডুয়া, হুগলী

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, ২৭-০৩-১৯৯২ তারিখে এ.আর.এ কলকাতা রেজিস্ট্রিকৃত আসল বিক্রয় কোবালা, যাহাশ্রী রথীন্দ্র কুমার বসাক, শ্রী পার্থ সারথি বসাক ও শ্রী সিদ্ধার্থ বসাক (বিক্রেতা),কিরীট ঠাক্কর (ডেভেলপার) এবং শ্রীমতী জশপাল পুরী (ক্রেতা)-র নামে নিবন্ধিতআছে যেটির বুক নং ১, ভলিউম নং ১৭৩, পৃষ্ঠা নং ৪০ হইতে ৫৪-এরঅন্তর্গত ১৯৯২ সালের ৬৪১১ নম্বর দলিল হিসেবে নথিভুক্ত রহিয়াছে। উক্ত দলিলটি যে সম্পত্তিরপরিচায়ক তাহা হইল— জেলাউত্তর ২৪ পরগণা, থানা লেক টাউন, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ২৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, ১০৩,বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক-এ মৌজা-কৃষ্ণপুর, জে.এল. নং- ১৭ (বর্তমানে ৩২), আর.এস. নং-১৮০, তৌজি নং- ২২৮ ও ২৯, দাগ নং- ১০৩ ঠিকানায় অবস্থিত বহুতল ভবনের চতুর্থ তলে দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪বি, যাহার পরিমাপ প্রায় ১১০০ বর্গফুট(সুপার বিল্ট-আপ)। উহার সহিত আনুষঙ্গিক প্রায় ৬ কাঠা ৮ ছটাক ২ বর্গফুট জমির অবিভক্তআনুপাতিক মালিকানা স্বত্বও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। উক্ত মূল দলিলটি আমার মক্কেল শ্রীমতী জশপাল পুরীর হেফাজত হইতে হারাইয়া গিয়াছে, যিনি ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৪র্থ তল, ১০৩ নং বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক-এ, কলকাতা- ৭০০০৫৫-র বাসিন্দা। এই বিষয়ে গত ২০-১১-২০২২ তারিখে মানিকতলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হইয়াছে (G D E নং- ৭৩২১/২২)। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মূল দলিলের সন্ধান পান অথবাউক্ত সম্পত্তির উপর কাহারও কোনো প্রকার আইনত দাবি, স্বত্ব, অধিকার, দায়বদ্ধতা বা আপত্তিথাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরিত যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি খুঁজিয়া পান তাহা হইলে নীচের ঠিকানায় দয়া করে ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিন বা জানান, অথবা কারও কোনও দাবি দাওয়া থাকিলে জানাইতে পারেন। তারপরে কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না।

দিব্যেন্দু চৌধুরী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
(অ্যাডভোকেটস)
ইউনিট নং- ১১ই, ১১ তলা, ওলিশা হাউস,
৪ গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১

বিজ্ঞপ্তি

আমি সেখ মহম্মদ রিয়াজ পিতা সেখ আব্দুল জলিল গ্রাম তেঁতুলিয়া পাড়া, পোস্ট সোনামুই, থানা আমতা, জেলা হাওড়া, আমি Enrolment Certificate পাইবার জন্য West Bengal Law Clerks Council দরখাস্ত করিয়াছি, যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে এটা প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে Chairman, West Bengal Law Clerks State Council, 1 Beleghata Road, Sealdah Court Complex, 7th Floor এখানে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Suc. Case No. 15 of 2024
মঞ্জু ঘোষ ও অন্যান্য ......দরখাস্তকারীগণ
বনাম
General Public

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ** গত ইং ১৮.১২.২০২১ তারিখে MC Hospital, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -এ, পরলোক গমন করায় তাহার ত্যক্ত ১২৫/- টাকা পাইবার হকদার হিসাবে উক্ত দরখাস্তকারীগণ আদালতে আবেদন করিয়াছেন।
উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।
Schedule: Debts and Securities due to the estate of the deceased in respect of which certificate is prayed for.

The Hijli Co-operative Development Society Ltd., P.o. Hijli Co-op.–721306, P.s. Kharagpur (T), Dist. Paschim Medinipur. Regd. No. Mid. 62/1947.	Share Certificate No. 672 05(five) Shares of Rs.25/-, each dated 17.11.1994 Numbered 3396 to 3400 Number of Shares – 05* Rs.25/- = Rs.125/- **Total = Rs.125/-**

অনুমত্যানুসারে
Nur Huda Mandal (Sheristadar)
Civil Judge (Sr. Divn.)
Kharagpur, Paschim Medinipur

AFFIDAVIT

I, **Latip Molla,** S/O Late Noor Islam Molya, aged about 45 years, residing at Dakshin Debipur, P.O.- Mominpur, P.S.- Matia, District- North 24 Parganas, West Bengal, Pin- 743291, do hereby solemnly affirm and declare vide affidavit no. 10366 dated 12.12.2025 before the Ld. Judicial Magistrate 1st Court at Barasat that the correct name of my father is Noor Islam Molya; however, due to clerical/typographical errors, his name has been recorded differently in various official documents, namely in Aadhaar Card as "Noorislam Molya", in PAN Card as "Noor Islam Molla", in EPIC/Voter Card as "Noor Islam Molla", and in Record of Rights (Land Records) as "Jhoro Molya" (nickname); that all the above-mentioned names refer to one and the same person, i.e., my father; henceforth, the name Noor Islam Molya shall be treated as correct for all official and legal purposes.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ-খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৮ শে এপ্রিল, ১৪ই বৈশাখ । মঙ্গল বার । দ্বাদশী তিথি, জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা। মৃতে চতুষ্পদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(পরশুরাম দ্বাদশী, রুক্কীনি দ্বাদশী ব্রত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে হরিণঘাটায় জনসভা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিণঘাটা: সোমবার দ্বিতীয় দফা ভোটের প্রচারের অন্তিম লগ্ন। জেলায় জেলায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন হরিণঘাটার ৪ নম্বর গেট প্লে গ্রাউন্ডে হরিণঘাটার তৃণমূল প্রার্থী রাজীব বিশ্বাসের সমর্থনে জনসভা করলেন অভিষেক। দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে অভিষেক বলেন, বিজেপি জিতলে আপনার চোখে জল নেমে আসবে। আর তৃণমূল জিতলে আপনার মুখে হাসি ফুটবে। আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী রাজীব বিশ্বাস মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় ছেড়ে এসেছেন। তিনি সবকিছু ছেড়ে মানুষের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করার জন্য আপনাদের কাছে এসেছেন, এই মাটির ছেলে হয়ে। রাজীবকে জেতান। জোড়াফুল ভোট দিয়ে আগামীদিনে তৃণমূলকে জিতিয়ে বিজেপির জমানত জধ করুন। ৪ তারিখ ভোট-বাক্স যখন খুলবে এমনভাবে জবাব দেবেন, অসীম সরকাররা যেন চোখে পদ্মফুলের জায়গায় সরষে ফুল দেখেন।

তিনি আরও বলেন, আমি যদি শেষ দফায় নদিয়ায় হরিণঘাটার এই মাটিতে না থাকতাম, তাহলে প্রচারে কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেত। এখানে যার যা দাবি রয়েছে, এমন এক জনকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে, নদিয়া জেলার ভূমিপুত্র, দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র-যুব রাজনীতি করে ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন। আমি যখন ২০২৪ সালে সেবাশ্রয় করি, আমার বিভিন্ন মডেল ক্যাম্প থেকে শুরু করে, ফলতা, ডায়মন্ড হারবার, মহেশতলা , বজবজ, সাতগাছিয়া যে পাঁচ-সাতজন একা হাতে দায়িত্ব সামলেছেন, তাঁদের মধ্যে রাজীব বিশ্বাস একজন, তাই আমাদের প্রার্থীকে জেতানোর আহ্বান জানাই।

শমীক ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে শেষ লগ্নের প্রচারে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

কুলতলিতে উন্নয়ন বনাম পরিবর্তনের সুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলতলি: সুন্দরবনের প্রান্তিক জনপদ কুলতলিতে নির্বাচনী জনসভা ঘিরে জোরদার রাজনৈতিক বার্তা দিল বিজেপি নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা মঞ্চে দাঁড়িয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান এবং 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। সভায় অশ্বিনী বৈষ্ণবের কণ্ঠে শোনা যায় আত্মবিশ্বাসী সুর। তাঁর কথায়, এটা সুন্দরবন, বাঘের এলাকা। এখানে বাঘের মতো গর্জন দরকার। প্রথম দফার ভোটে বিপুল অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, এই ভোটের হারই বলে দিচ্ছে মানুষ পরিবর্তন চাইছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় শেষের পথে। বাংলার ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তুলে নেতাজি, শ্যামাপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেন, এই বাংলায় এখন সিন্ডিকেট আর কাটমানির রাজ চলছে, এটা চলতে পারে না। একই সঙ্গে কুলতলির প্রার্থী মাধবী মহলদারকে সাধারণ পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরে বলেন, এই মেয়েকে জিতিয়ে আনতে পারলেই সুন্দরবনের উন্নয়ন সম্ভব।

সবচেয়ে বড় বার্তা আসে পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে। লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত দ্বৈত রেলপথ, জয়নগর থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত নতুন রেললাইন এবং বারুইপুর-মৈপিঠ প্রকল্প; একাধিক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন তিনি। আশ্বাস দেন ক্যানিং স্টেশনের আধুনিকীকরণেরও। তাঁর বক্তব্য, ১৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তুত, বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ সরকার দরকার। একই সুরে শাসকদলকে নিশানা করেন মানিক সাহা। তাঁর মন্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দেশে এত দুর্নীতি আর কোথাও নেই, মানুষ এর থেকে মুক্তি চায়। পাশাপাশি মহিলাদের জন্য মাসিক ভাতার প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরা হয় সভা থেকে। বিশ্লেষকদের মতে, সুন্দরবনের মতো দুর্গম অঞ্চলে যোগাযোগ ও উন্নয়নই বড় ইস্যু। সেই প্রেক্ষিতে এই প্রতিশ্রুতিগুলি কতটা ভোটে প্রভাব ফেলবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

ভোটের আগে হাওড়ায় ১৬৩ ধারা, কড়াকড়িতে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট ঘিরে উত্তেজনার আবহে হাওড়ায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে জারি হল ১৬৩ ধারা। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ছ'টা থেকে, যা বলবৎ থাকবে ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। জেলা প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ, এই সময়ের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক সভা, মিছিল বা প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বাইরে থেকে আসা কর্মীদের জেলায় অবস্থানেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য, কোনও ঝুঁকি নেওয়া হবে না। নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, উস্কানিমূলক প্রচার, পোস্টার বা বক্তব্যের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে। অনুমতি ছাড়া শব্দবর্ধক যন্ত্র ব্যবহারও চলবে না। পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েতকেও আইনত অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। এছাড়া অস্ত্র বা বিস্ফোরক বহন, এমনকী জনশান্তি বিঘ্নিত করতে পারে এমন যেকোনও কর্মকাণ্ডের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ভোটের দিন কেন্দ্রের নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে কোনও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সহ্য করা হবে না বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

সাঁকরাইলে প্রিয়া পালের হুঁশিয়ারি ঘিরে তপ্ত ভোটমঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে হাওড়ার সাঁকরাইলে রাজনৈতিক উত্তাপ নতুন মাত্রা পেল। এক জনসভায় তৃণমূলের প্রার্থীর মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বিরোধীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, উন্নয়নমূলক কাজে কেউ বাধা দিলে তাদের চোখ উপড়ে নেওয়া হবে; এই হুঁশিয়ারির ভিডিও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্য রাজনীতিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিজেপি সরব। তাদের অভিযোগ, শাসকদল জনসমর্থন হারিয়ে ভয় দেখিয়ে ভোট আদায়ের পথ বেছে নিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছে বিরোধী শিবির।

অন্যদিকে তৃণমূলের তরফে সাফাই, ওটা প্রার্থীর ব্যক্তিগত আবেগের বহিঃপ্রকাশ, দল এ ধরনের ভাষাকে সমর্থন করে না। তবে বিরোধীরা এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয়। তাদের মতে, এটি নিছক আবেগ নয়, বরং প্রকাশ্য শক্তিপ্রদর্শন। ভোটের মুখে এমন উস্কানিমূলক মন্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে নির্বাচন কমিশনও। সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করা হতে পারে। সাঁকরাইলের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্পষ্ট, ভোট যত এগোচ্ছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধের পারদ। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা এখন বড় প্রশ্ন হয়ে উঠছে।

ভাঙড়ে হামলার অভিযোগ, ভোটের আগে উত্তেজনা চরমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগে ভাঙড়ে অশান্তির নতুন অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ফের তপ্ত। নির্বাচনী সভা সেরে ফেরার পথে শাসকদলের প্রার্থী শওকত মোল্লা-র উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। প্রার্থীর দাবি, সভা থেকে ফেরার সময় আচমকাই আমাদের উপর চড়াও হয় একদল লোক। পরিকল্পিতভাবে এই আক্রমণ চালানো হয়েছে। তাঁর অভিযোগের তির বিরোধী শিবিরের এক নেতার দিকেই, যাঁর নেতৃত্বে এই হামলা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন। ঘটনার প্রতিবাদে রাতেই থানার সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে শাসকদলের কর্মী-সমর্থকেরা। এক স্থানীয় কর্মীর কথায়, এভাবে ভয় দেখিয়ে নির্বাচন প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে, আমরা তা মানি না। অভিযোগ অবশ্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত পক্ষ। তাদের বক্তব্য, এ সবই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার, আমাদের জড়ানোর চেষ্টা চলছে।

এরই মধ্যে নির্বাচন কর্তৃপক্ষও বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে। এক আধিকারিক জানান, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। প্রথম দফা শান্তিপূর্ণ হলেও, দ্বিতীয় দফার আগে এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েই। ভোটের মুখে ভাঙড় এখন স্পষ্টতই অগ্নিগর্ভ।

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনী প্রচার শেষ, বুধে ভোট মোট ১৪২টি আসনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় ৮টি নির্বাচনী জেলার মোট ১৪২টি আসনে আগামী ২৯ এপ্রিল, বুধবার ভোটগ্রহণ হবে। এই দফায় নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ; এই জেলাগুলি অন্তর্ভুক্ত। সোমবারই ছিল এই দফায় প্রচারের শেষ দিন।

নির্বাচন কমিশন ভোটের জন্য মোট ৪১ হাজার ১টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এর মধ্যে ৩৯ হাজার ৩০১টি প্রধান এবং ১ হাজার ৭০০টি অক্সিলিয়ারি কেন্দ্র। শহরাঞ্চলে ১৪ হাজার ২১৮টি এবং গ্রামাঞ্চলে ২৫ হাজার ৮৩টি প্রধান ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকবে। মোট কেন্দ্রের মধ্যে ৮ হাজার ৮৪৫টি সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত। এছাড়া ২৫৮টি মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এবং ১৩টি বিশেষভাবে সক্ষম কর্মীদের পরিচালিত কেন্দ্র রাখা হয়েছে। গড়ে প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ৭৮৫। এই দফায় মোট ১ হাজার ৪৪৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যার মধ্যে ২২০ জন মহিলা।

আয়তনের নিরিখে সবচেয়ে বড় বিধানসভা কেন্দ্র কল্যাণী এবং সবচেয়ে ছোট জোড়াসাঁকো। ভোটার সংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বড় কেন্দ্র চুঁচুড়া, আর সবচেয়ে ছোট ভাটপাড়া। প্রার্থীর সংখ্যার দিক থেকে ভাঙড় কেন্দ্রে সর্বাধিক ১৯ জন প্রার্থী রয়েছেন, আর গোঘাটে সবচেয়ে কম ৫ জন।

ভোটারদের মধ্যে সার্ভিস ভোটারের সংখ্যা ৩৯ হাজার ৯৬১। বিশেষ ভাবে সক্ষম ভোটার রয়েছেন ৫৭ হাজার ৭৮৩ জন। ৮৫ বছরের বেশি বয়সি ভোটার ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮০১ জন এবং ১০০ বছরের ঊর্ধ্বে ভোটার ৩ হাজার ২৪৩ জন। ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সি নতুন ভোটারের সংখ্যা ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৬৬৮।

ইউকো ব্যাংকের ব্যবসা বৃদ্ধি

কলকাতা: ইউকো ব্যাংকের চলতি ফিনান্সিয়াল রেজাল্ট নিয়ে একটি ভার্চুয়াল প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে উপস্থিত ছিলেন ইউকো ব্যাংকের এমডি ও সিইও অশ্বিনী কুমার। উল্লেখ্য, ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ইউকো ব্যাংকের মোট ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৯০,৩১৪ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৪.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে, মোট অগ্রিম পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৬২,৭৫২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং মোট পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১১.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,২৭, ৫৬৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মোট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ও সেভিংস অ্যাকাউন্ডের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১, ১৭,৭৫২ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১২.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেভিংস অ্যাকাউন্টের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে বার্ষিক ভিত্তিতে ১১.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি সহ ১,০১, ০২৫ কোটি টাকা এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্টে বার্ষিক ভিত্তিতে ১৬.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি সহ ১৬৭২৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সিএএসএ অনুপাত ৭৪ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.৬৫ শতাংশ হয়েছে।

প্রবীণ নেতা সুজন চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে বালিগঞ্জের বামপ্রার্থী আফরিন বেগম। ছবি: অদিতি সাহা

মমতার জয়ের লক্ষ্যে সুস্মিতার পথসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হাইভোল্টেজ রাজনৈতিক লড়াই যত জমে উঠছে, ততই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে নতুন গতি আনছেন ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা সুস্মিতা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপুল ভোটে জেতানোর লক্ষ্যে লাগাতার জনসংযোগ, পথসভা এবং সংগঠন শক্তিশালী করার কাজে ব্যস্ত তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভবানীপুরে তৃণমূলের অন্যতম প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছেন সুস্মিতা।

স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের সক্রিয় রাখা থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি প্রচার, সব ক্ষেত্রেই সামনের সারিতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে

তৃণমূলের সংগঠনকে আরও মজবুত করতে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছেন তিনি। ভোটের ময়দানে কর্মীদের উজ্জীবিত রাখতেও তাঁর তৎপরতা নজর কাড়ছে। সদর স্ট্রিটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে এক বড় পথসভার আয়োজন করেন সুস্মিতা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জি।

প্রচারের শেষদিনে পায়ে হেঁটে প্রচারে রাসবিহারী বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমার।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৮ এপ্রিল ২০২৬, ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩ মঙ্গলবার

বিস্ফোরক আতঙ্ক, আদালতের দ্বারস্থ

■ নির্বাচনের মুখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়াল। প্রথম দফা মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে কাটলেও দ্বিতীয় দফার আগে দক্ষিণবঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে ক্রমশ। পুলিশের অভিযানে ইতিমধ্যে প্রায় তিন হাজার তাজা বোমা উদ্ধার হওয়ায় সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক দানা বেঁধেছে। এই প্রেক্ষাপটে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাকারীর বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে অবাধ ও নির্ভীক ভোট আদৌ সম্ভব কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। তাঁর আইনজীবীর দাবি, নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া। বিরোধীদের অভিযোগ, সন্ত্রাস ছড়িয়ে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। পালটা শাসক শিবিরের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও এত বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়া প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রমাণ। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। এখন নজর আদালতের দিকে; এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে কঠোর নির্দেশ আসে কি না, সেটাই দেখার।

সমাজমাধ্যমে পোস্টে বরখাস্ত পুলিশকর্মী

■ ভোটের আবহে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কঠোর অবস্থান নিল কলকাতা পুলিশ। সমাজমাধ্যমে করা একটি বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে এক পুলিশকর্মীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, যা ঘিরে প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্মীর একটি পোস্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসে, যা পরিষেবা আচরণবিধি এবং নির্বাচনী বিধির পরিপন্থী বলে মনে করা হয়েছে। এই ঘটনার পরই তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, নির্বাচনের সময়ে নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও আপস করা যাবে না। লালবাজারের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও পুলিশকর্মী রাজনৈতিক মত প্রকাশ করতে পারবেন না কিংবা এমন কিছু শেয়ার করতে পারবেন না, যা পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত দেয়। প্রশাসনের বক্তব্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করাই এখন প্রধান দায়িত্ব।

নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার ৪ লক্ষ

■ বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে শহরে কড়া নজরদারির মাঝেই বেহালায় নাকা তল্লাশিতে ধরা পড়ল বিপুল অঘোষিত নগদ। নতুনহাটে বীরেন রায় রোড (পশ্চিম)-এ সরশুনা থানার এলাকায় এক মোটরবাইক আরোহীকে সন্দেহজনক আচরণের ভিত্তিতে থামায় বিশেষ তল্লাশি দল। তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৪ লক্ষ টাকা। সঙ্গে থাকা ব্যাগ ও মোটরবাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এক দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কথায়, নির্বাচনী বিধি কার্যকর থাকায় অঘোষিত নগদ বহন করা বেআইনি। সমস্ত নিয়ম মেনেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, ভোটের আগে এ ধরনের ঘটনা চিন্তার। কড়া নজরদারি না হলে সমস্যা বাড়তে পারে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি টাকার উৎস সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এক কর্তার কথায়, নগদের উৎস ও এর সম্ভাব্য ব্যবহার, দুই দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রার্থী পদ বাতিলের মামলা খারিজ, হাইকোর্টে স্বস্তি শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের উত্তাপে রাজনৈতিক ময়দান যখন তপ্ত, তখন আদালত কক্ষ থেকে এল তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা। বিরোধী শিবিরের অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারীর প্রার্থীপদ খারিজের দাবিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে ভোটের আগে বড়সড় স্বস্তি মিলল তাঁর শিবিরে। 'সেক্যুলারিজম নিপাত যাক', গত ৩ মার্চ মাসে বালিগঞ্জে দোলযাত্রায় অংশ নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর এই মন্তব্য অসাংবিধানিক এবং প্ররোচনামূলক এই অভিযোগে তাঁর প্রার্থীপদ বাতিলের আবেদনে মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। মামলাকারীর অভিযোগ ছিল, নির্বাচনী সভায় তাঁর কিছু মন্তব্য সমাজে বিভাজন তৈরি করতে পারে। আদালতে সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রার্থীপদ বাতিলের আবেদন জানানো হয়। কিন্তু শুনানির সময় বিচারপতিরা স্পষ্ট করে দেন, শুধু অভিযোগ করলেই চলবে না, তার পক্ষে নির্দিষ্ট আইনগত ভিত্তি দেখাতে হবে।

আদালত আরও জানতে চায়, সংবিধানের কোন ধারার অধীনে এই দাবি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব না মেলায় আবেদনটি টিকল না। এক আইনজীবীর কথায়, আইনি ভিত্তি দুর্বল হলে আদালত হস্তক্ষেপ করে না; এটাই স্বাভাবিক।

রাজনৈতিক মহলে এই রায়ের তাৎপর্য যথেষ্ট। একদিকে যেমন বিরোধী শিবিরে স্বস্তির হাওয়া, তেমনই শাসকদলের কৌশল নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, আসন্ন নির্বাচনে তিনি একাধিক কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আদালতের এই সিদ্ধান্তে নির্বাচনী লড়াইয়ের আগে তাঁর অবস্থান আরও মজবুত হল বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

দার্জিলিং থেকে ডায়মন্ড হারবার একই পরিবর্তনের স্রোত বইছে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্বিতীয় দফার ভোটের মুখে প্রচার শেষের দিনেই সুর চড়াল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। কলকাতার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করলেন, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর; সর্বত্রই পরিবর্তনের হাওয়া স্পষ্ট। শ্যামাপ্রসাদের আদর্শেই নতুন সরকার গড়ার পথে আমরা এগোচ্ছি। প্রথম দফার ভোট নিয়ে তাঁর বক্তব্য, অনেকদিন পর রাজ্যে এমন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখা গেল। মানুষ স্বস্তি পেয়েছেন। আগামী ২৯ তারিখে ১৪২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষের আচরণেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে, যা দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সচরাচর দেখা যায় না। ভবানীপুর-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের প্রতি সমর্থনের কথা তুলে ধরে তাঁর দাবি, দার্জিলিং থেকে ডায়মন্ড হারবার; একই স্রোত বইছে।

শাসকদলকে নিশানা করে কটাক্ষের সুরে বলেন, অসম্ভব ঘটনাও ঘটতে পারে, কিন্তু তৃণমূলের ক্ষমতায় ফেরা আর সম্ভব নয়। পাশাপাশি স্লোগান তুলে তিনি বলেন, ২৬-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিদায়; মানুষই তার জবাব দেবে।

সম্ভাব্য অশান্তির আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে তাঁর বক্তব্য, কোথাও বিচ্ছিন্ন সমস্যা হতে পারে, তবে আমরা চাই সবাই নির্ভয়ে ভোট দিন। নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি। শেষে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে আবেদন, একসঙ্গে ভোট দিন। উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য এই সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ।

রাজ্যপালের উদ্যোগে লোকভবনে ফের চালু হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম দফার মতোই দ্বিতীয় দফার ভোটেও নাগরিকদের অভাব অভিযোগ জানাতে রাজ্যপাল আর এন রবির উদ্যোগে লোকভবনে ফের চালু হল হেল্পলাইন। তবে এই হেল্পলাইন চালু থাকবে ভোট মেটার পরেও। ৪ ঠা মে ফল প্রকাশ। তবে তার একসপ্তাহ পর ১০ই মে পর্যন্ত নাগরিকরা এই হেল্পলাইনে ভোট গ্রহণ সংক্রান্ত অভিযোগ, সমস্যা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন বলে লোকভবনের তরফে জানানো হয়েছে।

হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল ০৩৩-২২০০-১০২২, ০৩৩-২২০০-১০২৩। এছাড়া ই-মেইল এও অভিযোগ জানানো যাবে। ভোটের আবহে নাগরিকদের অভিযোগ ও সহায়তার জন্য চালু থাকা ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন পরিষেবা অন্তত আগামী ১০ মে পর্যন্ত চালু রাখার কথা জানাল লোক ভবন, পশ্চিমবঙ্গ। সোমবার প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশাসনের বক্তব্য, চলতি বিধানসভা নির্বাচন পর্বে নাগরিকদের অবাধ, নির্ভয়ে এবং সুষ্ঠুভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষের অভিযোগ, পরামর্শ ও সহায়তার আবেদন ইতিমধ্যেই হেল্পলাইনে জমা পড়ছে। ভোটারদের সমস্যা জানানো, প্রশাসনিক সহায়তা চাওয়া এবং দ্রুত সমাধানের ক্ষেত্রে এই পরিষেবা কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে। লোক ভবনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা, ভয়ভীতি, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশঙ্কা কিংবা নির্বাচনী প্রক্রিয়া ঘিরে অন্য কোনও সমস্যার মুখে পড়লে নাগরিকরা সরাসরি এই হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন। প্রাপ্ত অভিযোগগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে এবং অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখা হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দ্রুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি নাগরিকদের সক্রিয় ভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আহ্বানও জানানো হয়েছে।

হেল্পলাইনের জন্য একাধিক ফোন নম্বর এবং একটি ই-মেইল আইডি প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই নাগরিক নিরাপত্তা ও ভোটার সহায়তায় এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

জগদ্দলে হামলার অভিযোগে ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলর-সহ ৪

পার্থ ভৌমিক ও সোমনাথ শ্যাম পরিকল্পনা মাফিক গন্ডগোল পাকিয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষের জেরে রবিবার গভীর রাতে তপ্ত হয়ে উঠেছিল জগদ্দল থানা চত্বর। প্রসঙ্গত, ওইদিন রাতে জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার। সেই সময় বাইরে আচমকা জমায়েত করে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। ছিলেন ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ, কাউন্সিলর গোপাল, রাউত, তরুণ সাউ-সহ একাধিক নেতৃত্ব। অভিযোগ, থানার মধ্যেই জগদ্দলের প্রার্থীর ওপর হামলা চালানো হয়। দলীয় প্রার্থী আক্রান্তের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। ঘটনাস্থলে নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে তুমুল বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় থানা চত্বর। অবশেষে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। এমনকী ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিংয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। গুলিতে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পবনের দেহরক্ষী। গন্ডগোল পাকানোর অভিযোগে পুলিশ তৃণমূল কাউন্সিলর গোপাল রাউত-সহ চারজনকে

থানার ভেতরেই দলীয় প্রার্থী রাজেশ কুমারের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। যদিও ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের অভিযোগ, পুলিশ কমিশনার বিজেপির দালাল হিসেবে কাজ করছে। তাঁর দাবি, ৪ ঠা মে মমতা ব্যানার্জি চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। যাঁরা নোংরামি করল, তাঁরা-ও এবার প্রস্তুত থাকুন।

ঝড়ের ছায়ায় বৈশাখ, স্বস্তি-অস্বস্তির দোলাচলে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৈশাখের তাপদাহের মাঝেই রাজ্যের আকাশে বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট। সকাল থেকে মেঘের আনাগোনা, আর তার সঙ্গেই গরমের তীব্রতায় সামান্য রাশ। সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৬ ডিগ্রি বেশি। আবহবিদদের মতে, এ কেবল শুরু; সপ্তাহ জুড়েই ঝড়বৃষ্টির পর্ব চলতে পারে দক্ষিণবঙ্গে, আর উত্তরে দুর্যোগের রেশ আরও ঘনীভূত। আবহাওয়া দপ্তরের এক কর্তার কথায়, বায়ুমণ্ডলের ঘূর্ণাবর্ত ও সমুদ্রঘেঁষা আর্দ্র হাওয়া মিলেই এই পরিস্থিতি তৈরি করছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র আপাতত বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কিছু জেলায় ঝড়বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে। সেখানে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেই তালিকায় আছে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া। মঙ্গলবার থেকে প্রায় গোটা দক্ষিণবঙ্গেই এই আবহাওয়া জারি থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে। মঙ্গলবার পর্যন্ত কোচবিহারে ভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে। বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে। আগামী সাতদিন উত্তরে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকতে পারে।

প্রচারাভিযানে যাদবপুর বিধানসভার বামপ্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

নির্বাচনী প্রচারের শেষ লগ্নে জনসংযোগে ব্যস্ত দক্ষিণ দমদমের তৃণমূল প্রার্থী ব্রাত্য বসু।

বাইক মিছিলে রাশ, আদালতের পর্যবেক্ষণে নতুন মোড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে রাজ্যজুড়ে মোটরবাইক ঘিরে কড়াকড়ি নিয়ে জটিলতা আরও বাড়ল আদালতের দ্বৈত নির্দেশে। একক বেঞ্চের কঠোর বিধিনিষেধে আংশিক সংশোধন এনে নতুন নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ। শুনানির সময় বিচারপতিরা স্পষ্ট প্রশ্ন তোলেন, একজন নাগরিকের স্বাধীনতা পুরোপুরি খর্ব করা যায় না। অন্য রাজ্যে যদি এই বিধি প্রযোজ্য না হয়, তবে এখানে আলাদা নিয়ম কেন? তাঁদের এই পর্যবেক্ষণেই স্পষ্ট, সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার বদলে ভারসাম্যের পথেই হাঁটতে চাইছে আদালত। নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ একক বেঞ্চের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে উচ্চতর বেঞ্চে যায়। সেই প্রেক্ষিতেই এই আংশিক পরিবর্তন। আদালতের ইঙ্গিত, নিরাপত্তা জরুরি হলেও তা যেন নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী না হয়। এক আইনজীবীর কথায়, নিয়ন্ত্রণ থাকবে, কিন্তু তা যেন যুক্তিসঙ্গত হয়; আদালতের অবস্থান মোটামুটি এই। ভোটের প্রাক্কালে বাইক মিছিল বহুক্ষেত্রেই উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

ওয়েব কাস্টিং ক্যামেরা ও তথ্য সংরক্ষণ নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নতুন নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রাক্কালে ওয়েব কাস্টিং ক্যামেরা ব্যবস্থাপনা ও তথ্য সংরক্ষণ নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। জারি হওয়া নির্দেশে জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে ক্যামেরা খুলে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভোটগ্রহণ শেষ হতেই রিটার্নিং অফিসারদের তত্ত্বাবধানে দ্রুত পোলিং পার্টিকে নির্ধারিত নিরাপত্তা বিধি মেনে রিসিভিং সেন্টারে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পোলিং পার্টি বুথ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর বুথে থেকে যাবেন বিএলও, ভিএবি কর্মী এবং পুলিশ বা কিউ ম্যানেজমেন্ট কর্মীরা। তাঁদের দায়িত্ব থাকবে ওয়েব কাস্টিং ক্যামেরার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, সেক্টর অফিসারের উপস্থিতিতে ওয়েব কাস্টিং ক্যামেরা খুলে তা সংশ্লিষ্ট রিসিভিং সেন্টারে জমা দিতে হবে। পুরো প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সম্পন্ন করতে হবে বলেও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট সব স্তরে জানানো হয়েছে।

মানিকতলা বিধানসভার সিপিআই প্রার্থী মৌসুমি ঘোষের সমর্থনে হাতিবাগান থেকে বিধান নগর রোড স্টেশন পর্যন্ত মিছিল।

সম্পাদকীয়

একদিকে খাদ্য সংকট, উলটো দিকে খাদ্যের অপচয়, ভয়ংকর দিনের ইঙ্গিত

একদিকে বিশ্ব জুড়ে ক্রমেই বেড়ে চলেছে খাদ্য সঙ্কট। আর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খাবার ও খাদ্য শস্য নষ্টের ।পরিমান। হোটেল, রেস্তোরাঁ থেকে সরকারি গুদাম, সব জায়গাতেই একই ছবি। দেদার নষ্ট খাদ্য সামগ্রী। না জনগণ, না সরকার, হুঁশ নেই কারও। অথচ এর পাশাপাশি যদি আমরা পৃথিবীর কয়েকটি দেশের ছবি দেখি তাহলে ।আঁতকে উঠতে হবে। তীব্র খাদ্য সঙ্কটে থাকা দেশগুলিতে বাড়ছে অনাহার। ২০২৬ সালের শেষপর্বে এসে এই সঙ্কট আরও তীব্র হতে পারে বলে সতর্ক করেছে রাষ্ট্রসংঘ। তাঁদের পেশ হওয়া একটি রিপোর্টে এমনই আশঙ্কা করা হয়েছে। কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ সংস্থার তৈরি গ্লোবাল রিপোর্ট অন ফুড ক্রাইসিস নামে ওই বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে বর্তমান বিশ্বের ৪৭টি দেশের অন্তত ২৬ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ অনাহারের সঙ্গে লড়াই করছেন। ২০২৫-এর রিপোর্টে সুদান এবং গাজাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এ বারের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ১০টি দেশ প্রবল খাদ্য সঙ্কটের মুখে। এই দেশগুলিতেই বিশ্বের মোট ক্ষুধার্ত মানুষের দুই-তৃতীয়াংশের বসবাস। ভারতের চার প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং মায়ানমারও রয়েছে এই তালিকায়। এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি দেশকে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা গ্রাস করেছে। তার মধ্যে অন্যতম কঙ্গো, নাইজিরিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান, সিরিয়া এবং ইয়েমেনের মতো দেশগুলি। ঘটনাচক্রে ওই ছ'টি দেশই গৃহযুদ্ধ ও সন্ত্রাসে দীর্ণ। রাষ্ট্রপুঞ্জে পেশ করা ওই রিপোর্টে অনাহারের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সাহায্য দ্রুত কমে যাওয়ার বিষয়টি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে খাদ্য সঙ্কট আরও ভয়াবহ আকার ধারণ পারে। সব মিলিয়ে ছবিটা খুবই ভয়াবহ। এখন এর পাশে যদি খাদ্য সামগী নষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা চলতে থাকে তাহলে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা তো অনেক দূর, সমস্যা আরও গভীর হবে। একদিকে প্রতিদিন যুদ্ধের জেরে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অন্য দিকে বাড়ছে চাষের খরচ। এর সঙ্গে খাদ্য শস্যের অপচয় --- ভয়ঙ্কর দিন ডেকে আনতে চলেছি আমরা।

শব্দছক ১৪৪

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. শ্বেতশুভ্র ৩. যা দমন করা যায় না ৬. আলোকচ্ছটা ৮. মরুভূমি ৯. রাধার এক সখী ১০. স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এমন ১২. মশক ১৩. গন্ধ ১৪. নিয়ম না মেনে কোন পক্ষকে সমর্থন করা ১৬. পরিজন থেকে দূরে অবস্থান ১৮. ফাঁকা জায়গায় ১৯. পীড়ন ২১. গোনা ২২. শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিনী

ওপর-নিচ: ১. বাসস্থান ২. পত্নী ৩. কব্জা করা ৫. বৃক্ষ ৭. তুচ্ছ ৮. মনের সায় ১০. মনুষ্যসুলভ ১১. অনুতাপ হরণ হয় যাতে ১৫. তরল ধাতু ১৭. জলঢালা বাসি ভাত ১৮. বিপদ ২০. কালি

সমাধান ১৪৩ — পাশাপাশি: ১. জনমত ৪. যবন ৬. মার ৭. রকম ৮. জল ৯. বর ১০. রতন ১২. শারদ ১৪. মনীব ১৫. টনক ১৭. ভাসা ১৮. মানা ১৯. ভোজন ২০. মর্জি ২১. কবর ২২. সহমত

ওপর-নিচ: ১. জমাদার ২. নর ৩. তরল ৪. যম ৫. নশ্বর ৮. জননী ৯. বদন ১১. তমসা ১৩. রটনা ১৬. কষ্টার্জিত ১৭. ভাল্লুক ১৮. মানস ১৯. ভোর ২০ মম

আজকের দিন

■ **১৯৬৯** — শার্ল দ্য গল ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন।
■ **২০০১** — আমেরিকান ব্যবসায়ী ডেনিস টিটো বিশ্বের প্রথম মহাকাশ পর্যটক হন।
■ **২০০৪** — অ্যাপল আইটিউনস স্টোর চালু করে।

জন্মদিন

১৯৪০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমীররঞ্জন বর্মনের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জাভেদ খানের জন্মদিন।*
১৯৮২ *চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও সাংসদ কোয়েল মল্লিকের জন্মদিন।*

কোয়েল মল্লিক

প্রচার শেষ, লড়াইটা ডায়মন্ড সিস্টেমের সঙ্গে মেসির

তন্ময় সিংহ

গত নির্বাচনে একটা কথা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বলেছিলেন আমাদের দলের হয়ে মেসি খেলবে তখন কে জানতো যে ২০২৬ এর নির্বাচনে এই মেসি একটি অন্যতম নির্বাচনী বিষয় হিসেবে অবতীর্ণ হবে যা শাসকদলকে বিব্রত করবে ।আবার ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য একটি সাক্ষাৎকারে বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু কে প্রশ্ন করা হয় এই বিজেপির ডায়মন্ড সিস্টেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কে জয় লাভ করবে, তিনি মেসির প্রসঙ্গ না আনলেও বাইচুং এর প্রসঙ্গ এনে চার এক গোলে ইস্টবেঙ্গলের জেতার কথা বলেন অর্থাৎ চতুর্থবারের মতো তৃণমূল সরকারের গঠনের কথা বলেন। সেখান থেকেই এই শিরোনামের অবতারণা আসলে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন এবারে সত্যিকারে অমল দত্তের ত্রিশ বছর আগের অপরাজেয় ফর্মুলার ডায়মন্ড সিস্টেম এর সাথে মেসির লড়াই। সেবার বাইচুং এর হ্যাটট্রিক ডায়মন্ড সিস্টেমকে ধূলিস্যাৎ করে ৪-১ গোলে ও অপ্রত্যাশিত জয় লাভ করাই ইস্টবেঙ্গলকে। মাঠে একলক্ষ একত্রিশ হাজার দর্শক আজও এশিয়ার কোন ফুটবল ম্যাচের সর্বাধিক দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড দখলে রেখেছে। ২০২৬ এ পশ্চিমবঙ্গের ভোট ও হতে চলেছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সর্বাধিক মানুষের অংশগ্রহণ করা ভোট, সেখানে শিক্ষা মন্ত্রীর ফেভারিট তাঁর দলের মেসি কি চতুর্থবারের মতো বিজয়ীর শিরোপা পাবে তার জন্য অপেক্ষা আর কয়েক দিনের।

২০২৬ এর নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হতে চলেছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এই নির্বাচনে দুপক্ষই তাদের অস্ত্র ভান্ডার থেকে সমস্ত অস্ত্রই বের করে পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী জয় তিলক নিজেদের কপালে আঁকার চেষ্টা করেছে। যদিও ২০২৬ এর নির্বাচন ক্ষ্মইভেন প্লেয়িং ফিল্ডেক্ষ্ম আদৌও হলো কিনা, এস আই আরের জন্য ২৭ লক্ষ মানুষের ভোটদানে অংশগ্রহণ না করতে পারা একটি প্রশ্ন তুলে দিলো। পরবর্তীতে এই ২৭ লক্ষ মানুষের মধ্যে যতজনই ভারতের ভোটার তালিকায় তাদের নাম পুনরায় তুলতে পারবেন, এই বিধানসভা নির্বাচনের ভোটার তালিকার উপর সাংবিধানিক অধিকার হননের অভিযোগ তৈরি হবে। যদিও রেকর্ড করে বিক্ষিপ্ত হিংসা ছাড়া এখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন শান্তি শৃঙ্খলা এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পেরেছে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে হিংসামুক্ত করতে পেরেছে তার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য নির্বাচন কমিশনের। এখন দেখার এই ২০২৬ এর নির্বাচনের মূল দুই পক্ষের থেকে কারা মূল কুশীলব হিসেবে এই খেলার মাঠে অংশগ্রহণ করল, তবে সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন ভাবে কাজ করা এজেন্সির কিছু সিদ্ধান্ত যে প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কাজ করেছে, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ এই নির্বাচনে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই। দুপক্ষের প্লেইং ইলেভেন নিয়ে আলোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারবো ২০২৬ এর নির্বাচন কতটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ।

১৯৯৭ সালে মোহনবাগানের কোচ হিসেবে এক নতুন সিস্টেমের প্রবর্তন করেছিলেন এককালীন বিজেপির বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তথা বিখ্যাত ফুটবল কোচ অমল দত্ত। যা খ্যাত ডায়মন্ড সিস্টেম নামে, এখানে তিনজন ডিফেন্ডার , পাঁচ জন মিডফিল্ডার এবং সামনে চিমা ও একটু পিছিয়ে আরেকজন ফরওয়ার্ড খেলতেন এবং বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন ১৯৯৭ সালে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে অনেকটা অমল দত্তের পুরনো দলের মতোই ডায়মন্ড সিস্টেম নিয়ে খেলতে নেমেছে বিজেপি। এস আই এর পরবর্তী বিহারের নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় এবং ব্যাপক স্ট্রাইক রেটে জয় লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে এবং আসামে বিজেপির অন্যতম এজেন্ডা এই এই আই আর। সেখানে পিকে ব্যানার্জি কিছুটা ডিফেন্সিভ ভাবে শুরু করেছিলেন ১৯৯৭ এর ঐতিহাসিক সেমিফাইনাল, দুপক্ষের সমর্থকদের তুমুল উদ্দীপনার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল এই খেলাটি এবং ডায়মন্ড সিস্টেমের অশ্বমেধ ঘোড়াকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন পিকে ব্যানার্জি। এখন আমরা এই নির্বাচনে দুই দলের হয়ে মূল দলে কারা খেললেন এবং তারাই বা সাইড বেঞ্চে থেকে সক্রিয়ভাবে দলের পক্ষে সওয়াল করলেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করলেই এই হাইভোল্টেজ নির্বাচন সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাবো।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ২০২৬ এর সমস্ত প্রচারে, যদি আমরা বিজেপির প্লেইং ইলেভেন নিয়ে আলোচনা করি তাহলে প্রথমেই যার কথা বলতে হবে অর্থাৎ ডায়মন্ড সিস্টেমের প্রাণভোমরা চিমা ওকোরি কিন্তু এই নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কখনো ঝালমুড়ি খেয়ে কখনো গঙ্গা-বক্ষে নদী ভ্রমণ করে, আবার কখনো মন্দিরে পুজো দিয়ে এবারের নির্বাচনের তিনিই সেরা বাজি বিজেপির পক্ষে। অনেকটা মমতা ব্যানার্জির মতন ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪ টি আসনের তিনিই প্রার্থী। বিজেপির ভোট ব্যাংক না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন এলাকায় নরেন্দ্র মোদির জনসভায় লোক হচ্ছে দেখার মতন, সবে মিলিয়ে বিজেপির প্লেয়িং ইলেভেনের তিনি ক্যাপ্টেন এবং তিনি দ্য প্লেয়ার । তবে গতবারের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে আক্রমণ করছেন না বা বিভিন্ন মনীষীদের নিয়ে বলছেন না। স্বয়ং শ্রীরামের থেকে এগিয়ে রাখছেন মা কালীকে। সবে মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের টপ ফর্মে তিনি । অমল দত্তের ডায়মন্ড সিস্টেমে একজন ফরওয়ার্ড একটু পিছন থেকে খেলতেন সেই ভাবেই বাঙালিয়ানা, বাংলার ডোল রাজনীতি এবং বাঙালি আবেগকে ছুঁতে চেয়েছে বিজেপি। এই স্ট্রাইকারের ভূমিকা কখনোই সেই ভাবে প্রচারের আলো না পেলেও, মাছ হাতে নিয়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে প্রচার করা দিল্লির নেতাদের এসে পশ্চিমবঙ্গে মাছ খাওয়া আসলে মাছে ভাতে বাঙালির মননে বসে যাওয়া ভয় দূর করতে দিল্লির সচেতন প্রয়াস। আবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে ডাবল করে তিন হাজার টাকা সাহায্য করার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডাদের ঘোষণা এবং দরাজ ইস্তেহার প্রকাশ এ কর্মসূচিরই অংশ। রাজ্য সভাপতি উত্তম কুমারের ছবি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বাঙালির আবেগকে ধরতে চেয়েছেন এবং বার্তা দিয়েছেন যে বিজেপি এলেও বাঙ্গালীদের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।

ডায়মন্ড সিস্টেমের অন্যতম স্তম্ভ ছিল তৎকালীন মোহনবাগান মাঝমাঠ, এই মাঝ মাঠের পাঁচজন প্লেয়ার নাকানি চোপানি খাইয়ে দিতো বিপক্ষকে। এবারের নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থাগুলি অনেকটাই তাদের কাজের মাধ্যমে সুবিধা করে দিচ্ছে কেন্দ্রের শাসক সরকারের, এই নিয়ে কোন সংশয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর মধ্যে নেই। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, সারা ভারতের মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের নাম বাদ দেওয়ার জন্য যেভাবে লজিক্যাল ডিসক্রিমেন্সি নিয়ে এসেছেন তাতে প্রশ্ন তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের নাম উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনের টুইট যে স্বয়ং টি এন শেষনের আত্মাকে শান্তি দেবে না, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন পরবর্তীকালে এই ২৭ লক্ষ ভোটার যারা এবারে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হলো তারা নির্বাচক তালিকায় আবার ফিরে এলে তা ভারতের নাগরিক হিসেবে তাদের মৌলিক অধিকার কে যে এসআইআর আঘাত করেছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন করতে এসে যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আধা সামরিক বাহিনী পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন যুদ্ধকালীন গাড়ি গুলির প্রদর্শন করছে, সেগুলির কতটা প্রয়োজন আছে স্বাধীন ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সে সম্পর্কে প্রশ্ন রইলো। প্রত্যেক নির্বাচনের মত এই নির্বাচনেও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যেমন ইডি এবং সিবিআই ঠিক নির্বাচন চলাকালীন সক্রিয় হয়েছে, কেজরিওয়ালের কেসে নির্বাচন পরবর্তীকালে কোন কিছু প্রমাণ না হওয়ায় এই সংস্থাগুলি যে সুপ্রিম কোর্টের সেই বিখ্যাত পর্যবেক্ষণের মতো ক্ষ্মখাঁচা বন্দি তোতাক্ষ্ম এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে দিল্লির শাসক শিবির যতই ভাবুক না কেন এই ইডি সিবিআই এর প্রভাব কতটা, সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। তবে ইডি এবং সিবিআই দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রতি সম মনোভাবাপন্ন বা বিরোধীদের প্রতি সম মনোভাবাপন্ন মানুষদের যে ভয় দেখিয়ে তাদের দিকে নিয়ে এসেছে তার উদাহরণ পাঞ্জাবের রাজ্যসভার আপ সাংসদেরা।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে আরো একটি উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি হলো ক্ষ্মগোদী মিডিয়ারক্ষ্ম । রাজ্যজুড়ে বিজেপির পালে কতটা হাওয়া আছে, সে সম্পর্কে বিজেপির কাছে বুথ ভিত্তিক রিপোর্ট থাকার পরেও, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত তাদের শিবিরকে তারা মিডিয়ার মাধ্যমে যে বাস্তব পরিস্থিতির থেকে অনেক উঁচুতে হাইপ তুলে যে চাঙ্গা করতে পেরেছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আসছে এ প্রচার অন্তত যে মানুষকে প্রভাবিত করতে পেরেছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এর সাথেই সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সারদের ছোট বড় মাঝারি মাপের বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক যেভাবে বিজেপি কাজে লাগিয়েছে তাতে এই নির্বাচনে তাদের অন্যতম খেলোয়াড় কিন্তু এই গোদী মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কুশীলবরা। মিডফিল্ডের পঞ্চম তথা অন্যতম আরো একটি কারিগর হল পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ। বিভিন্ন রাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের যেভাবে শাসক বিজেপি বিহারের মতো ট্রেন ভাড়া করে পশ্চিমবঙ্গে পাঠাচ্ছে যাতে তারা নির্বাচনে নিজেদের মতামত বিজেপির পক্ষে প্রয়োগ করতে পারে, এই নির্বাচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হতে চলেছে এই পরিযায়ী শ্রমিকরা।

অমল দত্তের ডায়মন্ড সিস্টেমে, মাত্র তিনজন ডিফেন্ডার এর ওপর দায়িত্ব ছিল গড় রক্ষা করার। এখানে নেতৃত্ব দিয়ে বরাবরের মতো সেই কাজটি করে চলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । মিডফিল্ড কে চালনা করছেন তিনি এবং ফরোয়ার্ডে প্রধানমন্ত্রীর জন্য বল ও খেলার মাঠ তৈরি করে দিচ্ছেন তিনি। এ কাজে সাহায্য করার জন্য অমিত শাহ সাথে নিয়েছেন তাঁর আরো দুই বিশ্বস্ত ডিফেন্ডারকে, অধুনা মেরুকরণের রাজনীতির পিঠস্থান পশ্চিমবঙ্গের জন্য তার বাজি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। হিন্দুত্বের এই দুই পোস্টার বয় সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী দাপিয়ে প্রচার করে, মেরুকরণের চূড়ান্ত ফায়দা যাতে বিজেপি পায় তা সুনিশ্চিত করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে বিজেপির দরকার ছিল একজন বিশ্বস্ত গোলরক্ষকের সে কাজটি নিপুণভাবে করছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা হিসেবে বিগত পাঁচ বছর যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির হাওয়া ক্রমশ কমতে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী মুখ হিসেবে তুলে ধরেছেন শুভেন্দু অধিকারী এবং আগামী দিনের বিকল্প মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজের দাবি প্রায় সুনিশ্চিত করেছেন, তাই মূলত বহিরাগত এই একাদশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে খেলতে নামা বিজেপির তিনি একমাত্র বঙ্গীয় মুখ এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মাননীয় রাজ্যপাল থেকে শুরু করে মিঠুন চক্রবর্তী, কঙ্গনা রানাওয়াত থেকে শুরু করে স্মৃতি ইরানি ও দিল্লি এবং অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে প্রচারে এসেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গেও শমিক ভট্টাচার্যের মতন বাঙালিয়ানা সমৃদ্ধ সভাপতির সাথে দিলীপ ঘোষ এবং সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব যে এই খেলাতে সাহায্য করছেন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু এরা কেউই ২০২৬ এর প্লেয়িং ইলেভেনের অন্তর্ভুক্ত নয়, এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই।

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ শুরু করেছিল অনেকটা অপরাজেয় ভাবে। ২০২৪ এর নির্বাচনে বিপুল জয় লাভের পর ২০২৬ এর মধ্যে রাজ্য রাজনীতিতে এমন কোন পরিবর্তন হয়নি যা শাসকদলের ভীত নড়িয়ে দেবে। এস আই আর পরবর্তী সময়ে ভোটব্যাংকে কি প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী শাসক শিবিরে আশঙ্কার মেঘ তৈরি হওয়ায় এবারের লড়াই শাসকদলের চতুর্থবার সরকার গঠনের জন্য অন্যতম যে কঠিন লড়াই সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৯৭ এর সেই ঐতিহাসিক লড়াইয়ে পিকে ব্যানার্জির নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল মূলত চার চার দুই ছকে দল সাজালেও রক্ষণ কে মজবুত করে লড়াইয়ের কথা ভেবেছিল, এবং তাতে সাফল্য এসেছিল। ২০২৬ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের স্ট্র্যাটেজি তৈরি যাদের হাতে হয় সেই আইপ্যাকের উপর ইডির হানা এবং পরবর্তীকালে বিধানসভা ভোট চলাকালীন আইপ্যাকের কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়ার জন্য মেইল আসলে দলের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কে যে কিছুটা হলেও নড়বড়ে করেছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তবুও ওই মেসি ফ্যাক্টর যে আজও তৃণমূলের পক্ষে মূল এক্স ফ্যাক্টর সে সম্পর্কে নিঃসংশয় শাসক শিবির।

এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে গোল রক্ষার কাজ করছেন স্বয়ং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আসলে স্ট্রাইকারে খেলার কথা হলেও দলের রক্ষণের ভরসার সংস্থা আইপ্যাক প্রশ্নের মুখে এসে যাওয়ায় এবং সংস্থার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সির তদন্তের আওতায় থাকায় এই নির্বাচনে তৃণমূলের যে অন্যতম প্রধান ভরসার জায়গাটি চোট গ্রস্থ হয়েছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে বঙ্গ রাজনীতি তথা এই মুহূর্তে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬ এর নির্বাচনে গোলরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। তুলনাই ২০২৬ এর নির্বাচনের তাঁর প্রতি ধেয়ে আসা প্রশ্নের সংখ্যা অনেক কম তাই এবারে তিনি অনেক নিশ্চিন্তভাবে নিজের কাজ করতে পারছেন তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে। এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী স্থির করা থেকে শুরু করে ডিফেন্সের চোটগ্রস্থ প্লেয়ারদের ওয়ার্কলোড এবং ম্যান ম্যানেজমেন্ট সবকিছুই করতে হচ্ছে তাঁকে।

তৃণমূল কংগ্রেসের ডিফেন্সের অন্যতম চার স্তম্ভ ছিল রাজ্য পুলিশ, রাজ্য প্রশাসন, আইপ্যাক ও ডোলের রাজনীতি। ২০২৬ এর নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে নির্বাচন কমিশন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছে এই প্রধান তিনটি স্তম্ভের ওপর। এস আই আর চলাকালীন রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের ওপর নির্বাচন কমিশনের চাপ এবং দরকারে সাসপেনশন শুরু হয়েছিল স্বচ্ছতালিকা তৈরীর জন্য। নির্বাচনের দিন ঘোষণা সাথে সাথে প্রায় রাজ্য প্রশাসনকে অদল বদল করে এবং গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে পাঠানোর অর্ডার করে রাজ্য প্রশাসন এবং রাজ্য পুলিশকে কার্যত নতুন করে সাজাতে চেয়েছে নির্বাচন কমিশন তাদের পক্ষে। পশ্চিমবঙ্গের বাম পরবর্তীকালে রাজনীতিতে দলতন্ত্রের থেকে বেশি যে প্রশাসন সক্রিয় সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সরকারের প্রকল্প গুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দলের নেতাদের থেকে প্রশাসন যে দলনেত্রীর পছন্দের এবং এই প্রশাসনের জন্য তিনি বিভিন্নভাবে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন তার সর্বজন বিদীত। নির্বাচনে এই রাজ্য পুলিশ এবং রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত ব্যাপক হারে বদলি আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের ডিফেন্সের প্রধান দুই স্তম্ভের ওপর সার্জিক্যাল অ্যাটাক। এর সাথে ডিফেন্সের আরো এক অন্যতম স্তম্ভ আইপ্যাক এর ওপর ইডি রং রেইড, ডিরেক্টরদের গ্রেফতারি এবং কয়লা পাচারের টাকার সাথে সংযোগ করে তদন্ত শেষ পর্যন্ত ভোট চলাকালীনই মাঠ থেকে বাইরে বার করে দিয়েছে আই প্যাক কে, আপাতত দ্বাদশ প্লেয়ার হিসেবে ক্যামাক স্ট্রিট ঠেকা দেওয়ার কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সমন্বয় রক্ষাকারী সংস্থার কাজগুলিকে।

তবে পি কে ব্যানার্জির ইস্টবেঙ্গল এর স্যামি ওমেলোর মত এই রক্ষণে এখনো মাথা উঁচু তুলে দাঁড়িয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেসের ডোল প্রকল্পগুলি । লক্ষীর ভান্ডার এর মাধ্যমে মহিলাদের স্বশক্তিকরণ বাধ্য করেছে বিজেপিকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ঘোষণা করতে যদিও অন্যান্য রাজ্যে প্রতিশ্রুতি পূরণে বিজেপির ব্যর্থতা তিন হাজারের অন্নপূর্ণার থেকে দেড় হাজারের লক্ষীর ভান্ডারকে এগিয়ে রেখেছে সাধারণ মানুষের কাছে। বাংলার আবাস যোজনায় ঘর এবং চাকরির বদলে যুবকদের দেড় হাজার টাকার ভাতা ভোটমুখী বাংলাতে কতটা রক্ষণ কে মজবুত করে তাঁর দিকে লক্ষ্য থাকবে আমাদের। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম দুর্বল জায়গা এই রক্ষণে যে একলাই ব্যর্থতা ঢেকে দিচ্ছে এই প্রকল্পগুলি সে সম্পর্কে নিশ্চিত শাসক শিবির।

তৃণমূল কংগ্রেসের মিডফিল্ডের অন্যতম ভরসা তৃণমূলের মহিলা ব্রিগেড। এই মহিলার ব্রিগেডের অন্যতম সায়নী ঘোষ তিনি সারা পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে ছুটে বেরিয়েছেন এবং তাঁর গানের মাধ্যমে হিন্দি শায়েরীর মাধ্যমে জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছেন তাতে দিল্লির মিডিয়া মহলে তিনি এই মুহূর্তে মমতা ব্যানার্জির বিকল্প মহিলা নেত্রী পশ্চিমবঙ্গে। তৃণমূলের অন্যতম ভরসার জায়গা যে মাঝমাঠ সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে সায়নী সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের মাঝমাঠের অন্যতম সেরা প্লেয়ার হলো বাংলার মহিলারা। তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যেভাবে মহিলাদেরকে তাঁর সাথে নিয়েছেন, এবং কন্যাশ্রী রূপশ্রী ও পরবর্তীকালে লক্ষ্মীর ভান্ডারের মাধ্যমে তার নিশ্চিত ভোটারে রূপান্তরিত করেছেন যেখানে আরজিকর পরবর্তী বাংলাতেও তাঁর প্রতি মহিলাদের আস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি, এই নির্বাচনেও যে মহিলা ভোট তাঁকে শক্তি যোগাবে সে সম্পর্কে নিসংশয় সব পক্ষই। বিভিন্ন বিধানসভায় এবং বিভিন্ন জেলাতে মহিলাদের বিপুল হারে ভোটদান তৃণমূল কংগ্রেসকে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে শক্তি যোগাচ্ছে নিঃসন্দেহে।

আরেক শিবির হলো মাইনোরিটি যারা ভোটের আগে বিভিন্ন ইস্যুতে কিছুটা ক্ষুব্ধ দেখালেও এবং নতুন নতুন নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও এস আই আর পরবর্তীকালে যে আবার মমতা ব্যানার্জির সাথেই আক্রমণে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই এবং এখান থেকেই তৃণমূলের অন্যতম শক্তিশালী মাঝ মাঠের আরেকজন প্লেয়ার সংগঠন। ভোটের আগের দিন, ভোটের দিন, এবং ভোট চলাকালীন সংগঠনের উপস্থিতি যে কোন দলকে অ্যাডভান্টেজ দেয় পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দল বিজেপির সেই অর্থে আজও কোন সংগঠন নেই। শুধুমাত্র মিডিয়া হাইপ এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রচারের উপর ভর করে তাদের ভেসে থাকা। অন্যদিকে ১৫ বছর শাসক শিবিরের থাকার সুবাদে সিপিএমের মতো না হলেও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র তৃণমূলের যে একটি বুথ ম্যানেজমেন্ট সংগঠন আছে তার ফায়দা এই হাই ভোল্টেজ নির্বাচনে পাবে তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূল কংগ্রেসের ফরওয়ার্ড লাইন এবারের সম্পূর্ণ আলাদা দুজন, একজন বাংলার সুপারস্টার দেব। সারা বছর স্বরূপ বিশ্বাসের সাথে তাঁর যেই সম্পর্কই থাকুক না কেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে তাঁর যে অনুযোগ থাকুক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র তাঁর ব্যাপক উপস্থিতি এবং তাঁকে ঘিরে মানুষের জনপ্লাবন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব কে চতুর্থবারের জয়ের জন্য অক্সিজেন দিচ্ছে তা বলাই যায়। পশ্চিমবঙ্গের এবারে নির্বাচনে ২০২১ এর মত দেব যে অন্যতম বড় শাসক শিবিরের সম্পদ সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে শ্রাবন্তী ও অন্যান্য তারকা প্রচার, জুন মালিয়া , মহুয়া মৈত্র, কোয়েল মল্লিক, ইউসুফ পাঠান, কীর্তি আজাদ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সাংসদের প্রচার যে রিজার্ভ বেঞ্চ কে এই লড়াইয়ে বিশেষ অক্সিজেন দিয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

দিল্লি থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঝাড়খন্ড থেকে হেমন্ত ও কল্পনা সরেন এবং বিহার থেকে তেজস্বী যাদবের পেপটক, উপস্থিত হতে না পারলেও অখিলেশ যাদব, স্ট্যালিন, তামিলনাড়ু তারকা বিজয় যে ভোকাল টনিক দিয়েছেন শাসক শিবির কে সে সম্পর্কে নিঃসংশয় শাসক শিবির। কোচ হিসেবে অমল দত্তের স্ট্র্যাটিজির থেকে এই পিকে ব্যানার্জির পেপটকই যে আকর্ষণীয়, সে সম্পর্কে নিশ্চিত শাসক শিবির।

পরিশেষে এবারের নির্বাচনে ও, দুপক্ষের মধ্যে মেসি হিসেবে যিনি খেলছেন সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স সত্তরের উপরে হলেও আজও অক্লান্ত, হেলিকপ্টারে একটার পর একটা সভা তারপরে সন্ধ্যে নামলে পদযাত্রা প্রায় এক মাস ধরে এই ৪০ থেকে ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায় তিনি নিয়মিত করে যাচ্ছেন। দিনের শেষে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪ টা আসনে তিনিই প্রার্থী, এবং পশ্চিমবঙ্গ বাসীদের কাছে আজও তিনি আস্থার অন্যতম মুখ। ১৫ বছরের শাসনে তাঁর আমলে ঘটা দুর্নীতি, অপশাসনের অভিযোগ সব কিছুরই জবাব তাঁর স্বচ্ছ ভাব মূর্তি। চতুর্থবারের মতো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে তিনি দিল্লির চূড়ান্ত শক্তিশালী শাসক শিবিরের বিরুদ্ধেও অকুতোভয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী গতবারের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রচার চলাকালীন তাঁর নাম বা তাঁকে নিয়ে কোন বক্তব্য রাখছেন না। বিজেপির অন্যান্য স্তরের নেতারাও একই থিওরি বজায় রাখছেন মেসি ম্যাজিক বন্ধ করতে। শুভেন্দু অধিকারী প্রায় মৌন, নির্বাচনের মুখে তাঁকে নিয়ে ব্যাক্তি আক্রমণে। তাঁর রক্ষণে আঘাত সত্ত্বেও, ডায়মন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে শক্তিশালী মিডফিল্ড দিয়ে তাঁকে ঘিরে নেওয়ার পরেও তিনি মেসি যুদ্ধক্ষেত্রে চতুর্থবারের জন্য বিজয়ী জয় তিলক পরতে আশাবাদী। আর তাঁকে ঘিরেই স্বপ্ন দেখছে শাসক শিবিরের নেতা ও কর্মীরা ডায়মন্ড সিস্টেমকে পরাস্ত করে চতুর্থবারের মতো মসনদে বসার।

চর্চাবাসর ১৩৭

বাংলা শব্দ মিথ্যাচার (মিথ্যাচার) এর মূল সংস্কৃত। এটি দুটি সংস্কৃত শব্দ থেকে গঠিত একটি যৌগিক শব্দ। মিথ্যা (মথ্যিা) যার অর্থ মিথ্যা, অসত্য বা ভুল। আচার (আচাহ) অর্থ আচরণ, ব্যবহার বা অভ্যাস। মিথ্যাচার (মিথ্যাচার) বলতে 'ভুল আচরণ,' 'মিথ্যা স্বভাব,' বা 'ভণ্ডামি' বোঝায় এবং এটি বৌদ্ধ শিক্ষাতেও ব্যবহৃত হয়, যেমন কাম-মিথ্যাচার (অনুপযুক্ত যৌন আচরণ)।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষ

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগেই রক্তাক্ত পূর্বস্থলী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণের শেষ পর্বের প্রচারে তৃণমূল এবং বিজেপির সংঘর্ষের জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট থানার নসরতপুর এলাকায়। একাধিক বাইক, টোটোতে ভাঙচুর চালানো হয়। পাশাপাশি জখম হয়েছেন একাধিক ব্যক্তিও। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। জানা গিয়েছে, সোমবার প্রচারের শেষ দিনে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে র‍্যালি বের হয়। বিজেপির কর্মী, সমর্থকরা মিছিল সহকারে নশরতপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসের সামনে পৌঁছালে দুপক্ষের মধ্যে স্লোগান পাল্টা স্লোগান শুরু হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে জড়ো হয়ে থাকা তৃণমূল কর্মীরা 'জয় বাংলা' স্লোগান আর বিজেপি কর্মীরা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকেন। এরপরই ধস্তাধস্তি থেকে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় দু'পক্ষের মধ্যে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির কর্মীরা তৃণমূলের পার্টি অফিস লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়তে থাকে। তারপরেই পাল্টা প্রতিরোধ করে তৃণমূল কর্মীরা। প্রকাশ্য রাস্তার উপরেই শুরু হয়ে যায় ব্যাপক মারপিট। তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসের সামনে দাঁড় করানো একাধিক বাইকে যেমন ভাঙচুর চালানো হয়। পাশাপাশি বিজেপি কর্মীরা দাঁড়িয়ে থাকা টোটোগুলিও ভাঙচুর করে বলেও অভিযোগ। যদিও বিজেপির পাল্টা অভিযোগ, বিজেপির মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় তৃণমূল কর্মীরা তাদের উদ্দেশ্য করে গালাগালি দিতে থাকে। তার জেরেই উত্তেজনা ছড়ায়। আহত দুই পক্ষের কর্মীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে যাতে নতুন করে অশান্তি না ছড়ায় তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয় চিকিৎসা কেন্দ্রে।

কালনায় ব্রিজ-বিতর্ক

প্রচারে বেরিয়ে ভাগীরথীর জলে নেমে ব্রিজ কোথায় গেল প্রশ্ন বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কালনার ১১০০ কোটি টাকার ব্রিজ কোথায় গেল, ভাগীরথীর জলে নেমে খুঁজলেন কালনার বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সিদ্ধার্থ মজুমদার। শেষ প্রচারে কালনার পাষাণতলা থেকে পায়ে হেঁটে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে, কালনার খেয়াঘাট পর্যন্ত মিছিল করে এসে, ভাগীরথীর হাঁটু জলে নামেন। প্রতিশ্রুতি মাফিক কালনার ব্রিজ কোথায় গেল, ১১০০ কোটি টাকা ব্রিজ করে দিয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী যে দাবি করেছেন, তা প্রমাণ কোথায়? সেই টাকা কোথায় গেল? মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন বিজেপি প্রার্থী। ভাগীরথী নদীর হাঁটু জলে নেমে বিজেপি প্রার্থী সিদ্ধার্থ মজুমদার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হন। সিদ্ধার্থবাবু বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে গিয়েছেন তিনি নাকি ১১০০ কোটি টাকা দিয়ে ভাগীরথী নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই ব্রিজের জায়গায় এসে কোনও ব্রিজ তারা দেখতে পাননি। সম্ভবত অদৃশ্য ব্রিজ ওটি। তাই সেই অদৃশ্য ব্রিজ দেখতে আসেন তাঁরা। তাঁর আরও অভিযোগ, ব্রিজ যদি নির্মাণ না হয়েই থাকে, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিভাবে ব্রিজ নির্মাণ হয়েছে বললেন? বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, 'গোটা টাকাটাই দুর্নীতি হয়েছে।' এর তদন্তের দাবি জানান তিনি। এদিন বেশ কিছুক্ষণ জলে নেমে প্রতিবাদ জানানোর পর ফের মিছিল করে সকলে পরের কর্মসূচিতে যোগ দেন।

সিঙ্গুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত নীলদিঘির পাড় নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগে তৃণমূল প্রার্থী বেচারাম মান্না।

সাগরকুঠিরে অবস্থান বিক্ষোভ আরামবাগের কংগ্রেস প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট প্রচারের শেষ দিনে আরামবাগে জাতীয় কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে উঠল। সোমবার আরামবাগের ঐতিহাসিক সাগরকুঠির প্রাঙ্গণে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন কংগ্রেস প্রার্থী সুশীল সাঁতরা। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিবিজড়িত এই স্থান থেকেই প্রতিবাদের বার্তা ছড়িয়ে দেন তিনি ও তাঁর সমর্থকরা। উল্লেখ্য, এই সাগরকুঠির থেকেই আরামবাগের 'গান্ধি' নামে পরিচিত বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ভূমিতেই এদিন প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলে কংগ্রেসের এই কর্মসূচি। কৃষি ঋণ মুকুব, নদীবাঁধের জরুরি সংস্কার, চাষিদের ন্যায্য মূল্য-সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে এই অবস্থান বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে সাগরকুঠির এলাকা সরগরম হয়ে ওঠে। অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী সুশীল সাঁতরা বলেন, 'আজ আরামবাগের মানুষ চরম সংকটের মধ্যে রয়েছেন। চাষিরা ঋণের বোঝায় জর্জরিত, অথচ সরকারের কোনও কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। আমরা এই ঐতিহাসিক স্থান থেকে মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই শুরু করেছি। আগামী দিনে মানুষের রায়ই ঠিক করবে কোন শক্তি তাঁদের পাশে থাকবে।' তিনি আরও বলেন, 'নদীবাঁধের বেহাল অবস্থার জন্য প্রতি বছর মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। আমরা বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কিন্তু কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই এই অবস্থান বিক্ষোভে বসতে হয়েছে।' এদিন উপস্থিত কংগ্রেস নেতা নাজির হোসেন চৌধুরীও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'আরামবাগ-সহ গোটা অঞ্চলে উন্নয়নের নামে শুধুই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে কিছুই হয়নি। কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ, সকলেই বঞ্চিত। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেস লড়াই চালিয়ে যাবে।'

সিপিআইএম প্রার্থী মীনাক্ষির সমর্থনে প্রচারে ঊষসী ও সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়ায় বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী মীনাক্ষীর সমর্থনে কোন্নগরের ক্রাইপার রোড থেকে জমজমাট প্রচার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। হুগলির উত্তরপাড়ায় সিপিআই(এম) প্রার্থী মীনাক্ষীর সমর্থনে এবার পথে নামলেন অভিনেত্রী তথা বাম নেত্রী ঊষসী চক্রবর্তী ও বাম নেতা সৌরভ

পালোধি। এই প্রচারে ভিড় জমে সেখানে, যা দেখে খুশি সিপিআইএম কর্মী, সমর্থকরা। এই প্রচারের মধ্যে মীনাক্ষী জানান, 'সিপিআইএম কর্মীদের ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। আমরা আমাদের কর্মীদের সেলাম জানাই। ওরা সব থেকে বেশি ভয় পায়, আমরা ওদের ভয় পাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। এটাই ওরা ভয় পাচ্ছে।' বহু সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে বাইক র‍্যালির মাধ্যমে এলাকাজুড়ে প্রচার চালানো হয়। সকাল থেকেই কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিল থেকে আর গানে মুখর হয়ে ওঠে কোন্নগরের বিভিন্ন এলাকা। জোরদার হয় প্রচার। এই র‍্যালি তারই স্পষ্ট ছবি তুলে ধরেছে।

মিছিল থেকে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে দলবদল নিয়ে কটাক্ষ করেন সৌরভ পালোধি বলেন, 'আপনি যাদের ভোট দিয়ে জেতাবেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন, সে অন্য দলে চলে গিয়েছে।' তৃণমূল ও বিজেপিকে এক যোগে আক্রমণ করেন। কাঞ্চন মল্লিকের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'কাঞ্চনকে জিতিয়ে এলাকায় দেখতে পায়নি সাধারণ মানুষ।' হুগলির উত্তরপাড়ায় মীনাক্ষীকে জেতানোর আবেদন জানিয়েছেন সৌরভ-ঊষসীরা। এখন দেখার ৪ মে কী হয়!

নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি, ধৃত সিআইএসএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল সিআইএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে। পশ্চিম বর্ধমানের কুলটির শীতলপুর এলাকা থেকে অভিযুক্ত ওই সিআইএসএফ জওয়ানকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত জওয়ানের নাম রমাকান্ত বিশ্বকর্মা। রবিবার রাতে কুলটি থানার সাঁকতোরিয়া ফাঁড়ির পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। জানা গেছে, অভিযুক্ত জওয়ানকে ইতিমধ্যেই সিআইএসএফ কর্তৃপক্ষ সাসপেন্ড করেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার গভীরে গিয়ে তদন্ত চালানোর স্বার্থে এবং তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের জন্য অভিযুক্তকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে। ধৃতের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তায় গুসকরায় বড় বেলুন ওড়াল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে ভয়মুক্ত করতে নানান পন্থা অবলম্বন করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী প্রথম দফার নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আগামী বুধবার দ্বিতীয় দফা তথা শেষ দফার নির্বাচন। শেষ দফা নির্বাচনও যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনকে ঘিরে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ভয় দূর করতে বিভিন্ন বার্তা লিখে বেলুন ওড়ানো হচ্ছে। কমিশনের নির্দেশে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি গুসকরাতেও ওড়ানো হয় বড় বেলুন। গুসকরা বাসস্ট্যান্ডে মঙ্গলবার সকাল থেকেই উড়তে দেখা যায় এই বেলুনটি। যাতে লেখা রয়েছে, 'আপনার ভোট সম্পূর্ণ গোপন থাকবে।' ভোট দিতে বাধা, ছাপ্পা ভোট, ভয়-ভীতি প্ররোচনা এই সবগুলি লাল কালিতে কাটা চিহ্নে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী শান্তনু মজুমদার এবং শ্রীমতি রূপা মজুমদার	ক) ৩৯,৭৭,৪৮০.২৮ টাকা লোন এ/সি নং 921030006553529, ০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ২৮.০৪.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১০.০৭.২০২৪ গ) ২৪.০৪.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪.৪২ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা - খামারখুল্লা, জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৮৭৫, প্লট নং ২২১৮, থানা - বনগাঁ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

তারিখ : ২৮.০৪.২০২৬ স্বা/-
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল)
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭,
ফোন নং : ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৪৮/০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দাবি নোটিশ IDBI/KOL-I/DN/25-26/NB উল্লেখ্য তারিখ ০৯.০২.২০২৬ ঋণগ্রহীতা **নারায়ণ বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)** এবং **সোমা মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৮,৬৪,৩৩৫ টাকা (আটত্রিশ লাখ চৌষট্টি হাজার তিনশ পঁয়ত্রিশ টাকা)** ১০.১২.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.১২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ ধার্য) পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর নিকট বকেয়া **৩৮,৬৪,৩৩৫ টাকা (আটত্রিশ লাখ চৌষট্টি হাজার তিনশ পঁয়ত্রিশ টাকা)** ১০.১২.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.১২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ ধার্য) পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৮ ডেসিমেল, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৫৯ এবং ৮ ডেসিমেল, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৫৯/৮০৯, মোট জমির পরিমাপ ১৬ ডেসিমেল যৌথভাবে তদস্থিত টিন শেড পরিমাপ ৩০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা - পুটিখালি, জেএল নং ৫৬, তৌজি নং ৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৭৭, নতুন ১০৭৮, থানা -কৃষ্ণগঞ্জ,জেলা - নদিয়া,পিন - ৭৪১৫০৭, ভাজনঘাট টুঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে :** প্রদীপ বিশ্বাস এবং অন্যান্যর ভবন। **দক্ষিণে :** শশীভূষণ বিশ্বাসের ভবন। **পূর্বে :** প্রদীপ বিশ্বাস এবং অন্যান্যের ভবন। **পশ্চিমে :** ১৮ ফুট চওড়া পাকা রোড।

তারিখ : ২৪.০৪.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

যূকো বৈংক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক
২২/২৯০, যোধপুর গার্ডেনস, কলকাতা -৭০০০৪৫
ফোন : (০৩৩) ২৪৭৩-০০৮৭
ইমেল : jodpar@ucobank.co.in

স্বর্ণ নিলাম নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ (ঋণগ্রহীতা হিসেবে নিম্নোক্ত সারণিতে বিস্তারিত মতে উল্লিখিত) বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণের) প্রাপ্ত স্বর্ণ ঋণ সুবিধা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় নিম্নস্বাক্ষরকারী ইউকো ব্যাঙ্কের নিকট জামিন হিসেবে বন্ধকদত্ত স্বর্ণালংকার/রত্নরাজি সাধাণর নিলামে "যা আছে ভিত্তিতে" এবং "যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং কোনও "পরিবর্ত ভিত্তি" ব্যতীত **১৫ মে ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় ইউকো ব্যাঙ্ক যোথপুর শাখা, ২২/২৯০, যোথপুর গার্ডেন, কলকাতা** -৭০০০৪৫ ঠিকানায় নিলাম করা হবে।
স্বর্ণ নিলামের অন্যান্য সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাদি ব্যাঙ্কের দ্বারা পরিচালনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট শাখায় ঋণগ্রহীতাদের নামের পাশে নোটিশ বোর্ডে নিম্নোক্ত সারণিতে প্রদর্শিত হবে। স্বর্ণ ঋণের সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাদি ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ। যে কোনও ব্যক্তিকে যিনি ইএমডি দাখিল করবেন সমুদয় তথ্য পড়বেন এবং জ্ঞাত এবং নিয়ম এবং শর্তাদি 'সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ নিলামেরত সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাদি' উল্লিখিত মতে স্বীকার করেছেন বলে স্বাক্ষর করতে হবে।
ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট শাখার নোটিশ বোর্ডে আগাম প্রদর্শিত না করেই যেকোনও পর্যায়ে উপযুক্ত বিবেচনায় নিলাম বিক্রয় বাতিল বা স্থগিত করার অধিকারী।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	অ্যাকাউন্ট	শাখার নাম	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ (টাকা)	ডাক বর্ধিতকরণ	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	সংশ্লিষ্ট শাখা
১.	সঞ্জিত দাস	১৭৩২০৬১০০১৪৪৩১	যোধপুর পার্ক	২,৬০,০০০ /-	৬৫,০০০ টাকা	৫০০০ টাকা	১৪ মে ২৬	যোধপুর পার্ক
২.	সঞ্জিত দাস	১৭৩২০৬১০০১৪৪৫৫	যোধপুর পার্ক	৪,৬৭,০০০ /-	১,১৬,৭৫০ টাকা	৫০০০ টাকা	১৪ মে ২৬	যোধপুর পার্ক

তারিখ : ২৭.০৪..২০২৬ স্থান : কলকাতা স্বা/- শাখা প্রধান,ইউকো ব্যাঙ্ক

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড
CIN: L27106WB1996PLC076866
রেজিস্টার্ড অফিস: মৌজা- চামরাইল, এনএইচ ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪
ই-মেল: info@aanchalispat.com, টেলি: ০৩২১২-২৪৬১২১, **ওয়েবসাইট:** www.aanchalispat.com
৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(ইপিএস ব্যতীত টাকায় অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৪,০৩০.৯৮	১,৯৪৭.৬৩	৩,৪৬৩.৭৫	১০,১২৮.৬৯	১৫,১৩০.১৩
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর , ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পূর্ববর্তী	১৮৯.৪৮	৫৬.৯৩	(৪৯৯.৭০)	২৭২.২৯	(৫৩৫.৩৮)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	১৮৯.৪৮	৫৬.৯৩	(১,৭৫৫.০৮)	২৭২.২৯	(১,৭৯০.৭৬)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১১৯.২৬	৫৬.৯৩	(১,৩০৪.৫৫)	২০২.০৮	(১,৩৪০.২৩)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) পর পরবর্তী	১২৭.৫৪	৫৬.৯৩	(১,২৯৬.৪০)	২১০.৩৬	(১,৩৩২.০৯)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৮৩.৩৩	২৮৩.৩৩	২০৮৫.৩৮	২৮৩.৩৩	২০৮৫.৩৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পূর্ব বর্ষে ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	৫৩৬.০২	-	-	৫৩৬.০২	(১,৭৪০.২৬)
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)					
মৌলিক : (টাকায়)	৪.২১	২.০১	(৬.২৬)	৭.১৩	(৬.৪৩)
মিশ্রিত : (টাকায়)	৪.২১	২.০১	(৬.২৬)	৭.১৩	(৬.৪৩)

দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **http://www.aanchalispat.com/financials.html#financials** -তে পাওয়া যাবে।
২ উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস ("আইএনডি এএস") অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ এর সাথে একত্রে পঠিত।

আঁচল ইস্পাত লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা মুকেশ গোয়েল
তারিখ: ২৭.০৪.২০২৬ (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

লা ওপালা আরজি লিমিটেড
CIN : L26101WB1987PLC042512
রেজি. অফিস : ইকো সেন্টার, ৯ম তল, ইএম - ৪, সেক্টর - V, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন নং : +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেল : info@laopala.in, ওয়েব : www.laopala.in

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান - "সক্ষম নিবেশক"

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ইনভেস্টর এডুকেশন এন্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি ('আইইপিএফএ') কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, এবং আইইপিএফএ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূর্বে জারি করা নির্দেশনার ধারাবাহিকতায়, **লা ওপালা আরজি লিমিটেড** ('কোম্পানি') ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত **দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান 'সক্ষম নিবেশক'** চালু করেছে।
'নিবেশক শিবির' উদ্যোগের উদ্দেশ্য এবং বিনিয়োগকারী শিক্ষা, সচেতনতা ও সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে IEPFA-এর বৃহত্তর ম্যান্ডেটের সাথে সঙ্গতি রেখে, এই প্রচারাভিযানটি শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ন্যায্য লভ্যাংশ ও শেয়ার দাবি করতে এবং তাদের কেওয়াইসি ও সম্পর্কিত বিবরণ হালনাগাদ করতে সক্ষম করার উপর আলোকপাত করে। এই প্রচারাভিযান চলাকালীন, যে সকল শেয়ারহোল্ডারের কোম্পানিতে অপ্রদেয়/অদাবিকৃত লভ্যাংশ রয়েছে এবং যারা তাদের কেওয়াইসি বিবরণ, ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট, যোগাযোগের তথ্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণ হালনাগাদ করেননি, তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ফোন ০৩৩ ২২৪৩-৫০২৯ অথবা ই-মেইল contact@mdplcorporate.com-এ প্রয়োজনীয় বিবরণ হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও, শেয়ারহোল্ডাররা যেকোনো অতিরিক্ত সহায়তার জন্য সরাসরি info@laopala.in-এ কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি সক্রিয় পদক্ষেপ হিসেবে এই প্রচারাভিযানটি পুনরায় চালু করা হয়েছে। আমরা সকল যোগ্য শেয়ারহোল্ডারকে তাদের রেকর্ড হালনাগাদ করতে, অপ্রদেয়/অদাবিকৃত লভ্যাংশ সরাসরি গ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং তাদের শেয়ার ও লভ্যাংশ IEPFA-এর কাছে হস্তান্তর রোধ করতে এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করছি।

লা ওপালা আরজি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ২৭ এপ্রিল, ২০২৬ জিত রায় চৌধুরী
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড
CIN : L51909WB1995PLC071730
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস,
কলকাতা-৭০০০২২ ফোন: (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২২৩১৫৬৯
ইমেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com

"সক্ষম নিবেশক"- ১০০ দিনের প্রচারাভিযান সংক্রান্ত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ ("IEPFA")-এর নির্দেশনা অনুসারে, কোম্পানি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান "সক্ষম নিবেশক" শুরু করেছে, যা ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। এই প্রচারাভিযানটি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের জন্য, যাদের লভ্যাংশ অপ্রদেয়/অদাবিকৃত রয়েছে এবং যাদের কেওয়াইসি ও অন্যান্য তথ্য হালনাগাদ করা হয়নি।
শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন তাদের তথ্য হালনাগাদ করেন এবং অপ্রদেয়/অদাবিকৃত লভ্যাংশ দাবি করেন, যাতে তাদের শেয়ার বা লভ্যাংশ IEPFA-তে স্থানান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।
যে সকল শেয়ারহোল্ডার তাদের অপ্রদেয়/অদাবিকৃত লভ্যাংশ দাবি করেননি অথবা তাদের কেওয়াইসি হালনাগাদ করেননি, তারা কোম্পানি নিবন্ধক এবং হস্তান্তরকারী এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ, এই ঠিকানায় লিখিতভাবে জানাতে পারেন অথবা **contact@mdplcorporate.com** ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করুন। শেয়ারহোল্ডারগণ আরটিএ-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.mdpl.in** থেকে কেওয়াইসি ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা প্রদীপ কুমার ওঝা
তারিখ: ২৭.০৪.২০২৬ কোম্পানি সেক্রেটারি

AGI GREENPAC
Scan the QR code to access the financial results

৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ তিন মাস এবং বছরের নিরীক্ষিত সংবদ্ধ এবং স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের সোমবার ২৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অডিট কমিটির সুপারিশ এবং ডিরেক্টর বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ তিন মাস এবং বছরের অনুমোদিত নিরীক্ষিত (সংবদ্ধ এবং স্ট্যান্ডালোন) (আর্থিক ফলাফলের) প্রতিবেদন।
২০১৫ সালের (সংশোধিতমতে) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশনস ৩৩ এবং ৪৭ অনুযায়ী উক্ত আর্থিক ফলাফল কুইক রেসপন্স কোড ("কিউআর কোড') এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.agigreenpac.com** এবং স্টকএক্সচেঞ্জ সমূহের যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** তেও উপলব্ধ।

সন্দীপ সোমানি
স্থান : গুরুগ্রাম চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
তারিখ : ২৭ এপ্রিল ২০২৬ ডিন : ০০০৫৩৫৯৭

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
রেজি. অফিস: ২, রেডক্রস প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১,টেলি ফোন: ০৩৩ ২২৪৮৭৪০৭/৫৬৬৮
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com I ইমেল : agiinvestors@agigreenpac.com ICIN: L51433WB1960PLC024539

দ্য পেরিয়া করমালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি,
হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
(ফোন) : (০৩৩)২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com,
ওয়েবসাইট: www.periatea.com CIN: L01132WB1913PLC220832,

দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান - "সক্ষম নিবেশক" সংক্রান্ত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি ("আইইপিএফএ")-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, কোম্পানি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান "সক্ষম নিবেশক" শুরু করেছে, যা **১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬** পর্যন্ত চলবে। এই প্রচারাভিযানটি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের জন্য, যাদের লভ্যাংশ অপ্রদেয়/অদাবিকৃত রয়েছে এবং যাদের কেওয়াইসি ও অন্যান্য তথ্য হালনাগাদ করা হয়নি।
শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন তাদের তথ্য হালনাগাদ করেন এবং অপ্রদেয়/অদাবিকৃত লভ্যাংশ দাবি করেন, যাতে তাদের শেয়ার বা লভ্যাংশ আইইপিএফএ-তে হস্তান্তর হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।
যে সকল শেয়ারহোল্ডার তাদের অপ্রদেয়/দাবিবিহীন লভ্যাংশ দাবি করেননি অথবা তাদের কেওয়াইসি হালনাগাদ করেননি, তারা কোম্পানি রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, "সূর্য", ৩৫, মেফ্লাওয়ার অ্যাভিনিউ, সেন্থিল নগরের পিছনে, সৌরিপালায়ম রোড, কোয়েম্বাটুর-৬৪১০২৮, তামিলনাড়ু, **coimbatore@in.mpms.mufg.com** এই ইমেল আইডিতে লিখতে পারেন। শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.periatea.com** থেকে কেওয়াইসি ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
দ্য পেরিয়া করমালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লি. এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা সৌরভ সিংঘানিয়া
তারিখ : ২৭.০৪.২০২৬ কোম্পানি সেক্রেটারি

কমিশনের উচিত ভোটের ৪৮ ঘণ্টা দাগি গুন্ডাদের জেলে রাখা: সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গতকাল ভাটপাড়ায় গুলি চলার ঘটনায় এবার মুখ খুললেন সুকান্ত মজুমদার। বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সৌর্য ব্যানার্জীর প্রচারে এসে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এই ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক, প্রথম দফার ভোটে কোনও কিছু ঘটেনি। কিন্তু থানার মধ্যে ঢুকে আমাদের প্রার্থী রাজেশ কুমারকে, যিনি প্রাক্তন ডিজিপি রেঙ্কের অফিসার ছিলেন তার ওপরে, অর্জুন সিংয়ের ওপরে হামলা করা হয়েছে এবং গুলি চালানো হয়েছে। যে গুলি নিরাপত্তারক্ষীর গায়ে লেগেছে।' একই সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, 'নির্বাচন কমিশন এত চেষ্টা করছে যে রক্তহীন, মৃত্যুহীন নির্বাচন করানোর, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ রক্তপাতহীন নির্বাচন হবে না। তাই আমি নির্বাচন কমিশনকে বলব অন্যান্য রাজ্যের মতো পলিশি এখানে নিলে হবে না। নামকরা যত গুন্ডা আছে তাদেরকে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা জেলের মধ্যে রাখার দরকার আছে।' অন্যদিকে, বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে এবার প্রচারে এলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বসিরহাট উত্তরের বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধার্থর সমর্থনে বর্ণাঢ্য র‍্যালি করেন তিনি। বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মাটিয়া শ্মশানঘাট এলাকা থেকে এই র‍্যালি শুরু হয়। বসিরহাট উত্তরের বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধার্থের সমর্থনে অশ্বিনী বৈষ্ণব মাটিয়া থেকে রোড শো করেন এদিন।

পুলিশকে হুমকি ও তদন্তে বাধা, গ্রেপ্তার বর্ধমানের তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে চাঞ্চল্য চড়াল বর্ধমান শহরে। পুলিশকে প্রকাশ্যে ধমক এবং তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার বর্ধমান পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভগত। সূত্রের খবর, সোমবার ভোররাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের যখন যৌথ অভিযান চলছিল, সেই সময় তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, পুলিশ তদন্তে গেলে তিনি শুধু বাধাই দেননি, বরং তাঁদের উদ্দেশে হুমকিও দেন। কেন তাঁর অনুমতি ছাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে। তা নিয়েও পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। সেই ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। জানা গিয়েছে, এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে ভোটারদের ভয় দেখানো, প্রভাবিত করা ও হুমকি দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছিল এই তৃণমূল কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভগতের বিরুদ্ধে। এবার তাঁর গ্রেপ্তারীকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিরোধীদের দাবি, 'এটাই দাদাগিরির শেষ পরিণতি'। তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ, 'কমিশন ও বিজেপি মিলে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে'। যাই হোক, দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগে এই ঘটনাকে ঘিরে বর্ধমানে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোটা বর্ধমান শহর জুড়ে এই গ্রেপ্তারীর নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

পরিযায়ী শ্রমিককে অপহরণ, অভিযোগ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভিন্ন রাজ্যে কাজ দেওয়ার টোপ দিয়ে এক পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অপহরণ করার অভিযোগ উঠল এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। হবিবপুর থানা এলাকার ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার এবিষয়ে গত শনিবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অপহৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের অভিযোগ, ইতিমধ্যে এক শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদার মুক্তিপণ বাবদ ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা দাবি করেছে। দ্রুত সেই টাকা দিতে না পারলে তাদের বাড়ির ছেলেকে খুনের হুমকি পর্যন্ত ফোন করে জানিয়েছে। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর ওই পরিযায়ী শ্রমিকের কোনও খোঁজ না মেলায় সোমবার মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং-এর দারস্ত হয়েছে গোটা পরিবার। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মালদার পুলিশ সুপার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অপহৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম উমেশ রায় (২৮)। তাঁর বাড়ি হবিবপুর থানার বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দাল্লা গ্রামে। গত সপ্তাহের শনিবার গাজল থানার উত্তর ফরেস্ট এলাকার ঠিকাদার মুকুল রায় হবিবপুরে এসে পরিযায়ী শ্রমিক উমেশ রায়কে কাজ দেওয়ার নাম করে মোটরবাইকে তুলে নিয়ে যায়। আর এর কয়েক ঘণ্টা পর থেকেই ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারে ক্রমাগত ফোন করে লক্ষাধিক টাকা মুক্তিপণের দাবি করে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বড় জামাই রোহিনী মণ্ডল বলেন, 'কয়েকবার শ্যালক উমেশ আমাকে অন্য একটি মোবাইল নম্বর থেকে ফোন করে বলেছিল, তার ওপর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে। তাকে কোনও একটি অন্ধকার ডেরায় আটকে রাখা হয়েছে। দ্রুত এই ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা না মিটিয়ে দিতে পারলে, তাকে খুন করা হতে পারে। এরপর থেকে আর শ্যালকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি নি। তাই এদিন পুলিশ সুপারকে সমস্ত অভিযোগের কথা জানিয়েছি।' হবিবপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন মোবাইলের সূত্র ধরে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের খোঁজ চালানো হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, টাকা, পয়সা ধার দেনাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

বালুরঘাটে বোমাতঙ্কে ব্যাহত ডাক পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট হেড পোস্ট অফিসে এক হুমকির মেইল বার্তাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র আতঙ্ক। সোমবার দুপুরে এই হুমকির খবর পাওয়ার পরেই ডাক বিভাগের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ ও বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে।

ডাক বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সার্কেল অফিস থেকে একটি ইমেইল পাঠানো হয় যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে, পোস্ট অফিসের ভেতরে থাকা পাসপোর্ট পরিষেবা কেন্দ্রে আরডিএক্স রাখা আছে এবং দুপুর ১২টার সময় ডিনামাইট দিয়ে সেটি ওড়ানো হবে। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ পুরো ভবনটি খালি করে দেয় এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্নিফার ডগ ও বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে প্রতিটি কোণে তল্লাশি চালানো শুরু হয়। উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসেও ঠিক একইভাবে একটি ভুয়ো হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এদিন ফের এই ঘটনার জেরে সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক হয়রানি ও ভীতি সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মেইলটির উৎস খুঁজে বের করার তদন্ত চালাচ্ছে। এবিষয়ে ডাক বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট কুন্তল গোস্বামী বলেন, 'আমাদের প্রপার চ্যানেলে খ বর এসেছে যে আজকে পোস্ট অফিস কোনও টেররিস্ট অর্গানাইজেশন বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবে, বিশেষত পাসপোর্ট অফিস। আপাতত ভবনটি খালি করে দেওয়া হয়েছে।পুলিশ যদি ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেয়, তবেই আমরা আবার আমাদের কাজ শুরু করব।'

হুগলির শ্রীরামপুরের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী তন্ময় ঘোষের প্রচারে রোড শো করলেন অভিনেতা দেব। মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের স্নান পীরের ময়দান থেকে শ্রীরামপুর বটতলা পর্যন্ত মিছিল সম্পন্ন হয়।

বচসার জেরে খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সামান্য বচসার জেরে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুড়ুল দিয়ে খুন করার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল বিন্দেশ্বর মাঝি নামে এক ব্যক্তির। সোমবার পুরুলিয়া জেলা আদালতের জেলা ও দায়রা বিচারক সন্দীপ চৌধুরী দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছ'মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। মামলার সরকারি আইনজীবী পুরুলিয়া জেলা আদালতের পিপি বিশ্বরূপ পট্টনায়ক জানান, এই খুনের ঘটনাটি ঘটে ২৬শে মে ২০২৩ সালে পুরুলিয়ার টামনা থানায় এলাকার মাতকুমডি গ্রামে। সামান্য বচসার জেরে গোরাচাঁদ মাঝিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গ্রামের অদূরে একটি মন্দিরের সামনে শরীরের বিভিন্ন অংশে এমনকি মাথাতেও কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মারা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরেই গোরাচাঁদ বাবুর স্ত্রী থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বিন্দেশ্বরকে। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর অবশেষে সোমবার রায় ঘোষণা হল।

মমতার সরকারের আমলে বাংলায় নারীরা সুরক্ষিত, দাবি সুদীপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে প্রচারের শেষ দিন ছিল সোমবার। শেষ লগ্নে প্রচারে জোর দেয় সমস্ত দলের প্রার্থীরা। সেইমত সোমবার গলসি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অলোক কুমার মাঝির সমর্থনে রোড শো করেন অভিনেত্রী সুদীপ্তা ব্যানার্জী বক্সি। এদিন পানাগড়ের অনুরাগপুর থেকে রোড শো করেন সুদীপ্তা। অলোক মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে এদিন প্রথমে অনুরাগপুরের একটি শিব মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সুসজ্জিত গাড়িতে চেপে শুরু হয় রোড শো। ব্যান্ড পার্টি, ঢাক ঢোল নিয়ে এদিন রোড শো যতই এগোতে থাকে, ততই বাড়তে থাকে মানুষের ভিড়। এদিন অনুরাগপুর থেকে বেরিয়ে পানাগড়ের রেলপার পরিক্রমা করে রোড শো শেষ হয় রেলপারের অগ্রগামী ক্লাবের সামনে। এদিন প্রার্থী অলোক মাঝি, অভিনেত্রী সুদীপ্তা ব্যানার্জী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত, জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবদাস বক্সী,ব্লকের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, উপ প্রধান উজ্জ্বল মল্লিক, আমলা জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলী মীর, জেলার কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, কাঁকসা ব্লকের মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী দেবযানী মিত্র, তৃণমূল নেতা সন্দীপ মহল, হিরন্ময় ব্যানার্জী-সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রচার চলাকালীন সুদীপ্তা বলেন, 'বাংলার মানুষ সবসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেন। এবারও করবেন। তাই বাংলায় আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।' তিনি বলেন, 'বিজেপির অনেক নেতাই বাংলায় এসে অনেক মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেন। তবে নারী হিসেবে আমি গর্বিত যে এই বাংলায় জন্ম নিয়েছেন। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে নারীরা অনেক সুরক্ষিত। তাই বিজেপি কী বললো না বলল তাতে কিছু যায় আসে না।'

কালিয়াচকে ২ কোটির ব্রাউন সুগার উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে বেআইনি ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানার হদিশ পেল কালিয়াচক থানার পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪ কেজি ৮০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম তৌসিফ আলম। তার বাড়ি কালিয়াচকের মোজমপুরের বালুগ্রাম এলাকায়। রবিবার রাতে সে সহ বেশ কয়েকজন মোজমপুরের নারায়াপুর পাগলা নদী সংলগ্ন এলাকার এক লিচু বাগানে জড়ো হয়ে নিষিদ্ধ মাদক ব্রাউন সুগার তৈরি করছিল। যা বিশেষ সূত্রে জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ কালিয়াচক থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। পুলিশি অভিযানের সময় মাদক কারবারি তৌসিফ আলম পুলিশের জালে ধরা পড়লেও, বাকিরা পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৪ কেজি ৮০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। এছাড়াও ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল সোডিয়াম ক্লোরাইড উদ্ধার হয়েছে ৫ কেজির মতো। সব মিলিয়ে উদ্ধার মাদকের আনুমানিক মূল্য কয়েক কোটি টাকা। এই ঘটনায় আর কে কে জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রঘুনাথপুরে পথদুর্ঘটনায় আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর-বাঁকুড়া রাস্তায় রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত চিনপিনা গ্রামের অদূরে সোমবার বিকেলে একটি ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন মোটর বাইকের চালক-সহ দু'জন। তাঁদের নাম সুজিত দেওঘরিয়া ও কার্তিক বাউড়ি। খবর পেয়ে পৌঁছায় পুলিশ। স্থানীয় মানুষজনদের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে দুর্ঘটনায় জখম একজনের একটি পা বাদ পড়েছে। ঘটনার পরেই ঘটনাস্থলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে যান নিয়ন্ত্রণ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ-সহ একাধিক দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পর অবরোধ ও বিক্ষোভ উঠে যায়।

বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দিনের প্রচারে উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচারে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্ট্রংরুমের সিসিটিভি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের রানি ইন্দিরা দেবী গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজের স্ট্রং রুমে সিসিটিভি ক্যামেরা বিভ্রাটকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। সোমবার রাত প্রায় ১১টা ৫৫ মিনিট নাগাদ ঝাড়গ্রামের ইন্দিরা দেবী মহিলা কলেজের স্ট্রং রুমের সিসিটিভি ক্যামেরা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ মিনিট ধরে সিসিটিভি সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। বিজেপি কর্মীরা এই ক্যামেরা বন্ধ থাকার দৃশ্য সম্বলিত ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন, যা দ্রুত ভাইরাল হয়। ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

তীব্র গরমে জামুড়িয়ার বিভিন্ন এলাকায় স্বস্তির শিলাবৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: তীব্র গরমে নাজেহাল অবস্থা আর সেই আবহেই হঠাৎই একটানা প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মিনিট শিলা বৃষ্টি। দীর্ঘক্ষণ গৃহবন্দী সাধারণ মানুষ। থমকে পড়ল পথচারীরা। সোমবার বিকেলের দিকে হঠাৎই জামুড়িয়ার বিভিন্ন এলাকায় একটানা আধা ঘণ্টা ধরে চলে শিলাবৃষ্টি। সঙ্গে চলে ঝোড়ো হাওয়া। বেশ কয়েকদিনের তীব্র দাবদাহের পর প্রকৃতির এই রূপ বদল, একদিকে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস, অন্যদিকে দীর্ঘক্ষণের শিলাবৃষ্টিতে গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষেরা পড়ল ক্ষতির মুখে। এদিন স্বস্তির বৃষ্টিতে ভেজার বদলে শিলাবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে দীর্ঘক্ষণ গৃহবন্দী হয়েই থাকতে হয় সাধারণ মানুষজনকে। এলাকার মানুষজনের দাবি, এই ঘাম ঝরানো গরমের মধ্যে একদিকে এই বৃষ্টি যেমন স্বস্তি এনে দিল, ঠিক তেমনই হঠাৎ করেই শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে কৃষিজীবী মানুষজন।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: শ্বশুর বাড়ি এসে নিখোঁজ জামাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হল স্থানীয় একটা পুকুর থেকে। রবিবার থেকে নিখোঁজ ছিল রবি ঘোষ নামে এক ব্যক্তি। তার বাড়ি দুর্গাপুরের বিধাননগর বলে জানা যায়। শ্বশুরবাড়ি অন্ডাল গ্রামের ঘোষপাড়ায়। গতকাল শ্বশুরবাড়ি অন্ডালে আসে রবি। তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন। সোমবার ভোরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হল অন্ডালের মুচবাঁধ নামে পুকুর থেকে। জানা যায় মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। স্থানীয় সূত্রের খ বর মৃত রবি ঘোষ প্রায় সময়ই মদ্যপ অবস্থায় থাকতেন। রবিবারও তিনি মদ খেয়ে ছিলেন। অন্ডালের মুচবাঁধ পুকুরে স্নান করতে নামে তারপর তলিয়ে যায়। সোমবার ভোর পাঁচ নানাগার স্থানীয় কিছু ব্যক্তি পুকুরের স্নান করতে গেলে দেখতে পায় পুকুরের মধ্যে ভেসে আছে রবির দেহ।

প্রচারের শেষ লগ্নে পানাগড়ে বিজেপির ইস্তাহার প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রচারের শেষ লগ্নে সোমবার বিকালে কাঁকসার পানাগড়ের রেলপারে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। গলসির বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্রের সমর্থনে এদিন প্রথমে একটি নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপরে সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা রমন শর্মা-সহ জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব। রমন শর্মা জানিয়েছেন, 'প্রথম দফার নির্বাচনে বীরভূমের লাভপুরে একটি বুথে রাজ্য পুলিশ দুষ্কৃতী ও তৃণমূলের যারা অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করেছে তাদের টেনে টেনে বার করেছে প্রশাসন। মানুষ সব দেখছে। ২৬-এর নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি আসছে। বাংলার মানুষ আশাবাদী। মানুষের কণ্ঠস্বর ভারতীয় জনতা পার্টি।' এদিন নির্বাচনী ইস্তাহারে কাঁকসা ব্লকে যেমন ডিগ্রি কলেজ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। তেমনই কাঁকসার বিদবিহারে টুমনি নদীর কংক্রিট বাঁধ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্যের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। পাশাপশি কাঁকসার দোমড়ায় কুনুর নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ ও কাঁকসার বেকার যুবকদের জন্য পানাগড় শিল্প তালুকের বিভিন্ন শিল্পে কাজের ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছে।

এসআইআর থেকে উপলব্ধি ভোট কী?

নির্বাচন নিয়ে খুশি সিংহভাগ বাঁকুড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবারের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে খুশি জেলার সিংহভাগ সাধারণ মানুষই। জেলার ১২ বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে রবিবার এমনটা ফুটে ওঠে। হাটআশুড়িয়ার সনাতন লক্ষ্মণ ও মানব সেন, শালবনীর মালতি কুণ্ডু ও অনন্ত আঠা, বাঁকুড়া নতুনচটির তপন গাঙ্গুলি ও মদন লাহা বলেন, তারা দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা কী এবং নির্বাচন দপ্তর, নির্বাচন আধিকারিক ও কমিশনারের ক্ষমতা কতটা তা বুঝতেন না। এসব সম্পর্কে সকলে উদাসীন ছিলেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও এবিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। টি এন সেশনের সময় তাঁরা সকলে এবিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, টি এন সেশন ভারতের ১০তম প্রধান নির্বাচন কমিশনার (১৯৯০-১৯৯৬) নিযুক্ত হন। তার নির্বাচনী সংস্কারের পথ ধরে এখনও চলছে দেশের নির্বাচন। তিনি ১৯৯৬ সালে এজন্য রমন ম্যাগসেসে পুরস্কার পান। তার সময় থেকে শুরু হয় জাতীয় ভোটার দিবস ও ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। জেলাবাসীর বক্তব্য, তারা সেই সময় থেকেই নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে ওয়াকিবহাল। তবে ভোটার ও ভোটার তালিকা নিয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এসআইআর থেকে তারা ভোটার লিস্ট ও ভোটের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাই এবারের বিধানসভা নির্বাচনে জেলার অধিকাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন। এটাই প্রমান করে এসআইআর সার্বিক সফল। জেলায় এবার সর্বনিম্ন ৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে। জেলার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি ৪টিতে, ৯১ শতাংশের বেশি ১টি, ৯২ শতাংশের বেশি ১টিতে, ৯৩ শতাংশের বেশি ৫টিতে এবং ৯৪ শতাংশের বেশি ১টিতে ভোট পড়েছে। বাঁকুড়া জেলায় সার্বিকভাবে গড়ে ৯২.৫৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। অন্যদিকে, গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেলায় সার্বিক ভোট পড়ার হার ছিল ৮৮.৫০ শতাংশ। জেলার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৮২, ৮৩ ও ৮৪ শতাংশ ভোট পড়েছিল একটি করে কেন্দ্রে। এছাড়া ৮৮ শতাংশ ৪টিতে, ৯০ শতাংশ ২টিতে, ৯১ শতাংশ ২টিতে এবং ৯৩ শতাংশ একটিতে ভোট পড়েছিল।

মাকুড়গ্রামের দীপেন দাশগুপ্ত ও সবিতা দাশগুপ্ত জানান, এসআইআর আবহে এবার ভোট দেওয়ার একটা আলাদা উৎসাহ ছিল। এলাকার সকলেই এবার ভোট দিয়েছেন। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হলেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় নিরাপদে ও স্বস্তিতে ভোট দিয়েছেন।

এ এক নতুন অনুভূতি। তাদের বক্তব্য ভোটের দিন ঘোষণা থেকে ভোট দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে বিএলও-রা যেভাবে সহযোগিতা করেছে তাও নজির বিহীন। একই কথা জানা যায়, হেভিরমোড় এলাকার মঙ্গল ব্যানার্জি ও সনাতন কোলের কাছ থেকে। তাঁদের বক্তব্য, 'এসআইআর-এর জন্য এলাকার প্রায় সকলে এবার ভোট দিয়েছেন। ভোট এবার শান্তিপূর্ণ হয়েছে। ভোটকে ঘিরে অশান্তি নেই বললেই চলে।' তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেজিয়া, বড়জোড়া ও দুবরাজপুর এলাকার অনেক ভোটারের অভিযোগ তাঁদের এবার ভোট দেওয়া হয়নি। অনেকে ভোটকর্মী হিসাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তাদের প্রশিক্ষণ নিতেও যেতে হয়েছিল। পোস্টাল ভোট দেওয়ার যোগ্য ছিলেন তাঁরা। সেরকমই নির্দেশও ছিল। পরবর্তীতে তাঁদের ভোটকর্মী হিসাবে নেওয়া হয়নি। ফলে ভোটও দেওয়া হয়নি। পোস্টাল ভোট উল্লেখ থাকায়, তাদের বুথ থেকে ফিরে আসতে হয়।

দশ শহরে ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেল তাপমাত্রা, শীর্ষে মহারাষ্ট্র

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল: দেশের অনেক শহরেই গত কয়েক দিন ধরে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার ৪০ ছুঁইছুঁই করছে। তবে দেশের বিস্তীর্ণ অংশের ছবিটা প্রায় একই রকম। গরমে পুড়ছে। তাপপ্রবাহ চলছে কোথাও কোথাও। কোথাও আবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি। অনেক জায়গায় তাপপ্রবাহের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। তবে উত্তর থেকে পূর্ব, মধ্য থেকে পশ্চিম, সর্বত্রই গরমের দাপট।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, দিল্লি-এনসিআর, পঞ্জাব, হরিয়ানায় তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গত কয়েক দিন ধরেই ৪২-৪৫ ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করছে। অন্য দিকে, পশ্চিম এবং মধ্য ভারতেও একই পরিস্থিতি। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশে তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে। ছত্তিশগড়, উত্তপ্রদেশেরও কিছু অংশে তাপমাত্রা ৪০-৪২ ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করছে। পিছিয়ে নেই হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যগুলিও। হিমাচল প্রদেশের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহবিদেরা বলছেন, বিশ্বের যে সব শহরে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে, তার মধ্যে এখন বেশির ভাগই ভারতে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, উত্তর ভারতে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে ২৮-৩০ এপ্রিল দেশের কোথাও কোথাও ঝড়বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা সাময়িক নামলেও, ফের তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে উত্তর, মধ্য এবং পূর্ব ভারতের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাতেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেশি থাকবে। তার জেরে অস্বস্তি আরও বাড়বে। তাপপ্রবাহের পরিস্থিতির কারণে ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হচ্ছে। কোনও কোনও শহরে আবার গরমের ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে।

পাকিস্তানে নিকেশ হাফিজ-ঘনিষ্ঠ শীর্ষ লস্কর জঙ্গি

ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল: পাকিস্তানে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজের হামলায় মৃত্যু হল হাফিজ সইদের ঘনিষ্ঠ শীর্ষ লস্কর জঙ্গি শেখ ইউসুফ আফ্রিদি। জানা যাচ্ছে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে এই হামলা চলে। আফ্রিদিকে গুলিতে ঝাঁজরা করে এলাকা থেকে চম্পট দেয় আততায়ী। কে বা কারা এই হামলা চালিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারীর কোনও সন্ধান পায়নি পাক পুলিশ।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, শেখ ইউসুফ আফ্রিদি লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার। লস্কর প্রধান হাফিজ সইদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তার সহযোগী। জানা যায়, খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে লস্করের সংগঠনের প্রধান ছিল আফ্রিদি। মূলত এখান থেকে মুজাহিদদের (আত্মঘাতী জঙ্গি) প্রশিক্ষণ দিয়ে কাশ্মীর-সহ অন্যান্য জায়গায় পাঠানোর দায়িত্ব ছিল এর উপরেই। বহুবার হাফিজ সইদের সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা এই আফ্রিদিকে। তার মৃত্যু ভারতের জন্য যে বিরাট স্বস্তি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কে বা কারা এই হামলা চালিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। হামলাকারীদের সন্ধান চলছে। এখনও পর্যন্ত হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনও সংগঠন।

ওড়িশায় তাপপ্রবাহে হিটস্ট্রোকে মৃত দুই শিক্ষক

ভুবনেশ্বর, ২৭ এপ্রিল: দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে তাপপ্রবাহের দাপট চলছে। তার মধ্যে ওড়িশাও রয়েছে। এ বার সেখানে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে দু'দিনে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। প্রশাসন সূত্রেও দু'জনের মৃত্যুর খবরের কথা জানানো হয়েছে। তবে মৃত্যুর কারণ হিটস্ট্রোক কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি।

প্রসঙ্গত, উত্তর ভারত, পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে তাপপ্রবাহ চলছে। কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। ওড়িশারও বহু জেলায় গরমের দাপট চলছে। সেখানেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বেশ কিছু জায়গায় গরমের জেরে অসুস্থ হওয়ার খবর আসছে। তবে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটল রাজ্যে। কিন্তু গরমের কারণে মৃত্যু কি না, সরকারি ভাবে তা স্পষ্ট করা হয়নি।

প্রশাসন সূত্রে খবর, সোমবার দু'টি পৃথক ঘটনায় দুই শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর দু'জনেই জনগণনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এক জনের মৃত্যু হয়েছে ময়ূরভঞ্জ জেলায়। অন্য জনের মৃত্যু হয়েছে সুন্দরগড়ে। এই দুই জেলায় তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মৃতেরা হলেন রাজকপূর হেমব্রম এবং অনুরাগ এক্কা। দু'জনেই সরকারি স্কুলের শিক্ষক।

স্ত্রীকে খুন করে সিমেন্টের বাক্সে দেহ লুকোল স্বামী

সুরাত, ২৭ এপ্রিল: স্ত্রীকে খুন করে দেহ সিমেন্ট ভর্তি কাঠের বাক্সে লুকিয়ে রাখার অভিযোগ উঠল ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গুজরাতের সুরাতে এই খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। খুনের পরে পুলিশের কাছে গিয়ে স্ত্রীর নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়েরিও করেছিলেন অভিযুক্ত। কিন্তু তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, তিনি নিজেই তাঁর স্ত্রীকে খুন করে দেহ লুকিয়ে রেখেছেন। বর্তমানে অভিযুক্ত পলাতক রয়েছেন। দম্পতির বাড়ি থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়। সেই চিরকুট উদ্ধারের পরই তদন্তের মোড় ঘুরে যায়। মৃতের নাম শিল্পা সালভি (৩৯)। তিনি একজন ডায়েটিশিয়ান। তাঁর স্বামী ৪০ বছর বয়সি বিশাল সালভি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন, চারদিন আগে শেষবার তাঁর স্ত্রীকে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। এই অভিযোগ পেয়ে নিয়মমাফিক নিখোঁজের তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে দম্পতির বাড়ি থেকে একটি হাতে লেখা নোট উদ্ধার করা হয়। নোটটি তাঁদের নাবালক ছেলে খুঁজে পেয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মনে করা হচ্ছে, বিশাল ওই নোটটি লিখেছেন। যেখানে তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি একটি গুরুতর ভুল করেছেন। তাঁর স্ত্রী শিল্পা আর বেঁচে নেই। এরপরই একটি খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

পুলিশ আধিকারিক কানন দেশাই জানান, দম্পতির বাড়ি থেকে নোটটি উদ্ধার হওয়ার পরই তদন্তের মোড় ঘুরে যায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ফরেনসিক দল তদন্তে সহযোগিতা করছে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্য কলহ চলছিল। স্ত্রী পরকীয়া করছে বলে সন্দেহ করতেন অভিযুক্ত। এই কারণে খুনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান পুলিশের।

তদন্তের সময় পুলিশ সালাবতপুরা থানা এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ির খোঁজ পায়। তালা ভেঙে সেই বাড়িতে ঢুকতেই তীব্র দুর্গন্ধ পান পুলিশকর্মীরা। এরপর ওই বাড়ির একটি কাঠের বাক্স থেকে নিখোঁজ মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার করা হয়। দেহটি সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে রাখা ছিল। প্রাথমিক অনুমান, নিখোঁজ ডায়েরি করার চার থেকে পাঁচ দিন আগে খুন করা হয়েছিল।

ফের বাণিজ্যতরীতে হামলা ইরানের

সুরক্ষিত ১২ ভারতীয় নাবিক

মাস্কট, ২৭ এপ্রিল: ওমান সাগরে ফের এক বাণিজ্যতরীতে হামলা চালাল ইরান। জানা যাচ্ছে, টোগোর পতাকাবাহী ওই জাহাজটিতে মোট ১২ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন। জাহাজটি লক্ষ্য করে ইরানের উপকূল রক্ষী বাহিনী গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

সোমবার ওমানের সিনাস প্রদেশের বন্দরের কাছে রাসায়নিক পদার্থ বোঝাই জাহাজটিতে হামলা চালায় তেহরান। জাহাজটির নাম এমটি চিরন। জাহাজটিতে মোট ১২ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন। সাগরে ওই জাহাজটির আশপাশে আরও বেশ কয়েকটি জাহাজ ছিল। সেই সময় টোগোর পতাকাবাহী ওই জাহাজটির পথ আটকায় ইরানের উপকূল রক্ষী বাহিনী। শুধু তা-ই নয়, গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ। তবে সূত্রের খবর, জাহাজটিকে সতর্ক করার জন্যই ওই গুলি চালানো হয়েছে। ঘটনায় ভারতীয় নাবিকদের কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রত্যেকেই সুরক্ষিত রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৮ এপ্রিল হরমুজ প্রণালী পেরনোর সময়ে হামলার মুখে পড়ে ভারতের পতাকাবাহী দুই জাহাজ। ইরাক থেকে জ্বালানি ভরে ফিরছিল ভারতের দুই জাহাজ জাগ অর্ণব ও সামনার হেরাল্ড। জাহাজগুলিতে ছিল প্রায় ২০ লক্ষ ব্যারেল তেল। কিন্তু উত্তর ওমান উপকূলে পৌঁছতেই অতর্কিতে ওই দুই জাহাজের উপর হামলা চালায় ইরানের নৌসেনা। চলে গুলিবৃষ্টি। সূত্রের খবর, হামলার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাগ অর্ণব নামের জাহাজটি। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের একটি জাহাজে হামলা চালাল ইরান। জাহাজটি ভারতের না হলেও তাতে ছিলেন ১২ ভারতীয় নাবিক।

ময়দান

আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে রাগ! ব্যাট-হেলমেট ছুঁড়ে কত টাকা জরিমানা গুনবেন অঙ্গকৃষ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিতর্কিতভাবে আউট হয়ে চরম হতাশা প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরুণ ব্যাটার অঙ্গকৃষ রঘুবংশী। সেই ঘটনার জেরেই এবার শাস্তির মুখে পড়তে হল তাঁকে। আইপিএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ম্যাচ চলাকালীন আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে তাঁর ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ কেটে নেওয়া হবে। পাশাপাশি তাঁর নামে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যোগ করা হয়েছে।

বোর্ডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অঙ্গকৃষকে আইপিএলের আচরণবিধির ২.২ ধারার লেভেল-১ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সাধারণত মাঠে বা ক্রিকেট সরঞ্জামের অপব্যবহার করলে এই ধারা প্রয়োগ করা হয়। জানা গিয়েছে, ক্রিকেটার নিজের ভুল স্বীকার করে নেওয়ায় বিষয়টি আর বড় আকার নেয়নি।

ঘটনার সূত্রপাত ম্যাচের পঞ্চম ওভারে। লখনউ পেসার প্রিন্স যাদবের একটি ব্যাক অফ লেংথ বল মিড-অন অঞ্চলে ঠেলে দ্রুত রান নিতে বেরিয়ে পড়েন অঙ্গকৃষ। কিন্তু অপর প্রান্তে থাকা ক্যামেরন গ্রিন রান নিতে রাজি ছিলেন না। ফলে মাঝপথ থেকে দ্রুত ফিরে আসতে হয় কেকেআর ব্যাটারকে। ঠিক সেই সময় মহম্মদ শামির ছোড়া বল এসে লাগে তাঁর শরীরে।

প্রথমে বিষয়টি খুব স্পষ্ট ছিল না। মাঠের আম্পায়াররাও নিশ্চিত হতে পারেননি। পরে তৃতীয় আম্পায়ারের সাহায্য নেওয়া হয়। রিপ্লে দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয় যে, অঙ্গকৃষ স্বাভাবিকভাবে ক্রিজে ফেরার বদলে খানিকটা দিক পরিবর্তন করেছিলেন। তাঁর ঘোরার কোণ কিছুটা বেশি ছিল এবং বলের দিকেও তাকিয়েছিলেন। এর ফলে মনে করা হয় তিনি ফিল্ডিংয়ে বাধা দিয়েছেন। সেই কারণেই তাঁকে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' আউট দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত মোটেও ভালভাবে নেননি অঙ্গকৃষ। মাঠ ছাড়ার সময় তাঁকে স্পষ্ট বিরক্ত দেখায়। তিনি ব্যাট দিয়ে বাউন্ডারি লাইনে আঘাত করেন বলেও দেখা যায়। পরে হেলমেট ছুড়ে ফেলতেও দেখা যায় তাঁকে। এই আচরণের কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তবে ক্রিকেটমহলের বড় অংশ এই আউটের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বহু প্রাক্তন ক্রিকেটার, ধারাভাষ্যকার এবং সাধারণ সমর্থকদের মতে, অঙ্গকৃষ কেবল নিজের ক্রিজে ফেরার চেষ্টা করছিলেন। ইচ্ছাকৃতভাবে ফিল্ডিংয়ে বাধা দেওয়ার কোনও প্রমাণ ছিল না। ফলে এই আউট এবং পরবর্তী জরিমানা;দুই নিয়েই নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে আইপিএলে।

আলো-আঁধারির মাঝে ডার্বি জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকে শুরু হল ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা। আইডব্লুএলে ইস্টবেঙ্গল নিজেদের ঘরের মাঠে ডার্বিতে মুখোমুখি হয়েছিল শ্রীভূমি এফসির। ঘরের মাঠে ৩-১ গোলে জয়ী অ্যান্থনি অ্যাড্রুজের দল। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে এই ম্যাচে ফ্লাডলাইট বিতর্ক তুঙ্গে। দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় ৪০ মিনিট মতো একটিমাত্র ফ্লাডলাইটে খেলা চলল। মেঘলা আবহাওয়ার কারণে অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই ফ্লাডলাইট জ্বালাতে হয়। বাকি ফ্লাডলাইটগুলি মেরামতের জন্য জ্বালানো সম্ভব হয়নি। ফলে আলো-আঁধারির মধ্যেই চলল ফুটবল। প্রশ্ন উঠছে ইস্টবেঙ্গল মাঠে ফ্লাডলাইট খারাপ জেনেও কেন ফেডারেশন ম্যাচটি রাখল। আগের সুচি অনুযায়ী দুপুর ৩ টেয় হওয়ার কথা ছিল এই ম্যাচ। হঠাৎ কেন ম্যাচের সময় পরিবর্তন করল এআইএফএফ?

ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার এই বিষয়ে বললেন, ক্ষুআজ মাঠে ফ্লাডলাইট জ্বালানোর কথাই ছিল না। এটা সম্পূর্ণ এআইএফএফ -এর বিষয়, ওরাই ম্যাচ পিছিয়ে ৪ টেয় করেছে।ক্ষু ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্থনি অ্যাড্রুজ বলছেন, ম্যাচের সময় বদল না করলেই ভালো হত। এই বিষয়ে অবশ্য বিতর্ক এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন শ্রীভূমির কচ সুজাতা কর। তিনি বলেন, ক্ষুসবাই দেখেছে ম্যাচে কীরকম পরিস্থিতি ছিল। আশা করি পরবর্তী ম্যাচ থেকে এমনটা হবে না।ক্ষু ম্যাচে শ্রীভূমিকে আরও একবার হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নিল ইস্টবেঙ্গল। ৩৭ মিনিটে আশালতা দেবীর থ্রু পাস থেকে ফাজিলা গোল করে এগিয়ে দেয় লাল-হলুদ ব্রিগেডকে। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-০ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৪৬ মিনিটে আশালতা দেবীর থ্রু পাস থেকে আবারও গোল করলেন ফাজিলা। ৬০ মিনিটে সিক্কী দেবীর পাস পেয়ে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন ফাজিলার। ৮০ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের কার্তিকার থেকে প্রায় বল ছিনিয়ে নিয়ে এরিনা দেবীর পাস থেকে গোল করেন রিম্পা হালদার।

৯ রানে ৬ উইকেট! দিল্লির লজ্জার রাতে জ্বলে উঠল আরসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির মাঠে এ দিন যেন একতরফা ঝড় তুলল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। শুরু থেকেই এমন বোলিং আক্রমণ নামালেন ভুবনেশ্বর কুমার ও জশ হ্যাজেলউড, যাতে দিল্লি ক্যাপিটালসের ব্যাটিং লাইনআপ কার্যত ধসে পড়ে। স্কোরবোর্ডে যখন ৯ রানে ৬ উইকেট, তখন মনে হচ্ছিল আইপিএলের ইতিহাসে সর্বনিম্ন স্কোরের রেকর্ডও হয়তো ভেঙে যাবে। শেষ পর্যন্ত সেই লজ্জা এড়াল দিল্লি, কিন্তু হার থেকে রেহাই পেল না।

ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই প্রথম ধাক্কা খায় দিল্লি। এরপর একের পর এক ব্যাটার সাজঘরে ফিরতে থাকেন। টপ অর্ডারের ছয় ব্যাটারের রান ছিল যথাক্রমে ০, ১, ১, ০, ৫ ও ০। এমন ব্যাটিং বিপর্যয় দেখে গ্যালারিতেও হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। কেউই বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কীভাবে এত দ্রুত ম্যাচের রং বদলে গেল।

এই কঠিন সময়ে কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন বাংলার তরুণ ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। তিনি যখন নামেন, তখন দলের স্কোর ৭ রানে ৫ উইকেট। সেখান থেকে ডেভিড মিলারকে সঙ্গে নিয়ে ইনিংস সামলানোর চেষ্টা করেন। অভিষেক ৩০ রান করেন, মিলারের ব্যাট থেকে আসে ১৯। দু'জনের জুটিতে কিছুটা আশা দেখা গেলেও তা বেশিক্ষণ টেকেনি। অন্য প্রান্তে নিয়মিত উইকেট পড়তেই থাকে। বেঙ্গালুরুর বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ছিলেন হ্যাজেলউড। মাত্র ১২ রান দিয়ে ৪টি উইকেট নেন তিনি। ভুবনেশ্বর ৫ রান খরচ করে তুলে নেন ৩টি উইকেট। পরে জানা যায়, তীব্র গরমের কারণে ভুবনেশ্বরকে টানা বেশি ওভার করানো হয়নি। তিন ওভার করার পরই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

দিল্লির ইনিংস শেষ হয় মাত্র ৭৫ রানে। ম্যাচ তখনও পুরো ২১ বল বাকি। এই মাঠেই চলতি মরশুমে এর আগে ২৬৪ রানের বিশাল স্কোর উঠেছিল। সেই একই মাঠে এ দিন প্রথমে ব্যাট করা দল ১০০-ও পার করতে পারল না, যা ক্রিকেটের অনিশ্চয়তাকেই আরও একবার সামনে এনে দিল।

৭৬ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল বেঙ্গালুরু। জ্যাকব বেথেল ২০ রান করে ফিরলেও কোনও সমস্যা হয়নি। বিরাট কোহলি ও দেবদত্ত পাড়িক্কল সহজেই রান তুলতে থাকেন। পাড়িক্কল ৩৪ রান করেন, কোহলির ব্যাট থেকে আসে ২৩। সপ্তম ওভারেই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বেঙ্গালুরু। ম্যাচ জেতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত মাইলফলকও স্পর্শ করেন কোহলি। আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৯০০০ রানের গণ্ডি পার করেন তিনি। ফলে এই ম্যাচ শুধু বেঙ্গালুরুর দাপুটে জয় নয়, কোহলির নতুন নজিরের সাক্ষী হিসেবেও মনে রাখা হবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ● তৃণমূল প্রার্থী

চৌরঙ্গী বিধানসভার সমস্ত রাজনৈতিক হিসেব বদলে দিতে পারে এসআইআর

সন্তোষ পাঠক ● বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে। কারণ, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই ১১টি আসনের প্রতিটিতেই ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানুষের সংখ্যা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল বা বিজেপির জয়ের ব্যবধানকেও অনেকটাই ছাড়িয়ে গিয়েছে। ফলে, শহরের একাধিক 'নিরাপদ' আসনই এখন কার্যত অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে।২০২৪ সালের নির্বাচনে এই ১১টি আসনের মধ্যে ৯টিতে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে ছিল, আর ২টিতে এগিয়ে ছিল বিজেপি। কিন্তু সাম্প্রতিক ভোটার তালিকা সংশোধনে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়ায় সেই ফলাফলের সমীকরণ পুরোপুরি বদলে যেতে পারে বলেই আশঙ্কা রাজনৈতিক মহলের। কারণ, একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী এসআইআর-এর মাধ্যমে বাদ দেওয়া আসনগুলির সিংহভাগই তৃণমূলের ভোটার। পাশাপাশি বাদ পড়েছে অধিকাংশ মুসলিম, মহিলা আর আর্থিক দিক থেকে প্রান্তিক শ্রেণির ভোটারের নামও। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এসআইআর- এর মাধ্যমে তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে কোপ মেরেছে নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন সূত্রে যে তথ্য মিলেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, চৌরঙ্গী বিধানসভা অঞ্চলে মৃত ভোটার, স্থানান্তরিত ভোটার ও 'ডবল এন্ট্রি' ভোটার মিলিয়ে মোট ৭৪ হাজার ৫৫৩ জনের নাম বাদ পড়েছে। সব মিলিয়ে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার ফলে এই বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমান জনবিন্যাস বদলে যেতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে, ভোটার তালিকার এই নিবিড় সংশোধনের পর বিশেষ করে চৌরঙ্গী বিধানসভায় অবাঙালি ভোটারের সংখ্যা কমতে চলেছে বলেও মনে করছেন তাঁরা। সেই কারণে এসআইআর ঠিক কার পক্ষে যায় তা নিয়ে জল মাপছে সব রাজনৈতিক শিবির। অন্যদিকে ভোটের মুখে চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে বাম শিবিরে অস্বস্তি বাড়িয়েছে প্রার্থী সংক্রান্ত বিতর্ক । বামফ্রন্টের শরিক ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির (আরসিপিআই) তরফে প্রার্থী হিসেবে আইনজীবী সঞ্জয় বসুর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন সিপিআইএম প্রার্থী হিসেবে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্টের অন্দরে প্রশ্নের ঝড় ওঠে। সূত্রের খবর, প্রার্থী হিসেবে সঞ্জয় বসুর নাম প্রথমে আরসিপিআইয়ের তরফে বামফ্রন্টের কাছে পাঠানো হয় এবং সেই অনুযায়ী তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। কিন্তু মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তিনি সিপিএমের প্রতীকেই লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, হঠাৎ এই বদলের নেপথ্যে কোনও কৌশল রয়েছে, না কি তৈরি হয়েছে সংগঠনের ভিতরে মতানৈক্য তা নিয়েও শুরু হয় জল্পনা। এদিকে ছবিও সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। চৌরঙ্গীতে সঞ্জয় বসুর নির্বাচনী প্রচারে আরসিপিআইয়ের তুলনায় সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিই বেশি চোখে পড়ছে। প্রচারের যাবতীয় দায়িত্বও মূলত সিপিএমের কর্মীরাই সামলাচ্ছেন। ফলে শরিক দলের অস্তিত্ব ও ভূমিকা নিয়েই নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলের একাংশ জানাচ্ছেন, প্রার্থীর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অতীতও এই বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ । ছাত্রজীবনে তিনি সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে পারিবারিক সূত্রে আরসিপিআইয়ের রাজনীতিতে সক্রিয় হন। সেই কারণেই এবারের নির্বাচনে আরসিপিআইয়ের তরফে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়ায় দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয়েছে।যদিও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখে কুলুপ আঁটে আরসিপিআই নেতৃত্ব।

এদিকে বঙ্গ রাজনীতিতে আলোড়ন পড়েছে বিজেপিতে কংগ্রেস নেতা সন্তোষ পাঠক যোগ দেওয়ায়। কলকাতা পুরসভার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি। এরপরই চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তাঁর নাম প্রার্থী হিসেবেও ঘোষণা করে বিজেপি নেতৃত্ব। তিনি একাধিকবার কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়লেও জয় পাননি। তবুও নিজের এলাকায় সাংগঠনিক ভিত্তি অটুট রেখেছিলেন তিনি। দলে যোগ দিয়ে সন্তোষ পাঠক বলেন, রাজ্যে বিরোধী রাজনীতির ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। তাঁর মতে, তৃণমূল বিরোধী শক্তিকে জায়গা দিতে চাইছে না। তাই তিনি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যেতে চান। তিনি আরও জানান, বহুবার নির্বাচনে লড়াই করেও কংগ্রেসের পক্ষে তৃণমূলকে সরানো সম্ভব নয় বলে মনে হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'উনি ২২ বছর ধরে কাউন্সিলর। উনি দলবদলের রাজনীতি করেন না। পরিস্থিতি বাধ্য করেছে।'

কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্র। জেনারেল ক্যাটেগরির এই বিধানসভা আসন তৈরি হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় এবং পরিচিত আসন এটি। ২০০৬ সালের পুনর্বিন্যাসের পর এই কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে কলকাতা পুরসভার ১১টি ওয়ার্ড (৪৪ থেকে ৫৩ এবং ৬২)। কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের আওতায় পড়ছে এই বিধানসভা আসনটি। তবে এই চৌরঙ্গীর নামকরণ নিয়ে আছে নানা মত। একটি মত মনে করেন নাথ সম্প্রদায়ের একজন যোগী চৌরঙ্গীনাথ এই অঞ্চলে থাকতেন। কিংবদন্তী অনুসারে তিনিই প্রথম আদি কালী মূর্তির মুখ আবিষ্কার করেন। তাঁর নাম অনুসারে এলাকার নাম হয় চৌরঙ্গী। আর একটি মত রয়েছে। একসময় এই এলাকায় দেবী কালী বা চামুণ্ডার একটি প্রাচীন মূর্তি ছিল, যাঁর চার হাত বা অঙ্গ ছিল। এই চার অঙ্গ বা চতুরঙ্গ থেকেই খুব সম্ভবত লোকমুখে চৌরঙ্গী নামটি এসেছে।মধ্য কলকাতার অনেকটা বড় এলাকা এই কেন্দ্রের অন্তর্গত। ঐতিহাসিক এই এলাকায় বাণিজ্যিক কেন্দ্রও রয়েছে। ১৮ শতাব্দী থেকে চৌরঙ্গি এলাকার নাম রয়েছে। ব্রিটিশরা ফোর্ট উইলিয়াম স্থাপন করার পর ময়দানকে পূর্বদিক পর্যন্ত বিস্তৃত করায় চৌরঙ্গি পরিচিতি পায়। ব্রিটিশ আমলের বাড়ি, একাধিক হেরিটেজ হোটেল, উচ্চবিত্তদের ক্লাব, ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা, ব্যস্ত বাজারের জন্য এই এলাকা বিখ্যাত। দীর্ঘ দশক ধরে চৌরঙ্গি কলকাতার ব্যবসা, মনোরঞ্জন এবং কেনাকাটার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ওবেরয় গ্র্যান্ড, পিয়ারলেস ইনের মতো আইকনিক হোটেল, ঐতিহ্যবাহী রেস্তোরাঁ এই কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে। এছাড়াও এই কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রাজভবন, মেট্রোপলিটন বিল্ডিং এবং শহিদ মিনার। দেশের অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরগুলির তুলনায় কলকাতা অনেকটাই আলাদা ময়দান এলাকার জন্য। সুবিশাল এলাকা জুড়ে থাকা ময়দান এলাকা চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে। চৌরঙ্গী কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্তা অত্যন্ত উন্নত। সড়ক এবং মেট্রো পথেই রয়েছে একাধিক সরকারি দফতর, কলেজ, হাসপাতাল এবং রেল স্টেশন। তবে বছরের পর বছর পুরনো ভগ্নদশা বাড়ি এই এলাকার একটি অতি বড় সমস্যা। এছাড়াও রয়েছে যানজটের মাথাব্যথা। রিটেল, ক্ষুদ্র ব্যবসা এই এলাকার অন্যতম ভিত্তি।

চৌরঙ্গীর রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, জন্মলগ্ন থেকে ১৮বার ভোট হয়েছে এই কেন্দ্রে। ১৯৯৩ এবং ২০১৪ সালে হয়েছে উপনির্বাচন। মূলত কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি ছিল এই বিধানসভা আসন। পরবর্তীতে তৃণমূল নিজেদের দাপট তৈরি করেছে। তবে কেবলমাত্র ১৯৭৭ সালে এই আসনে জিতেছিল জনতা পার্টি। ১৯৯৩ সালের উপনির্বাচনে জিতেছিল সিপিআইএম। ১০ বার জিতেছিল কংগ্রেস, ২০০১ থেকে ৬ বার জিতেছে তৃণমূল।

দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা বিধানচন্দ্র রায় এবং সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এই কেন্দ্রেরই বিধায়ক ছিলেন। ডা বিধান রায় এই আসন জেতেন ১৯৬২ সালে এবং সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ১৯৬৭, ১৯৬৯ এবং ১৯৯১ সালে। ১৯৯২ সালে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এই আসন থেকে বিধায়কের পদ ছেড়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হন। ফলত ১৯৯৩ সালে উপনির্বাচন হয় এই কেন্দ্রে।

তৃণমূল কংগ্রেস এই আসনে দারুণ মার্জিনে জয় পেয়েছে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শিখা চৌধুরী মিত্র রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বিমল সিংকে হারান ৫৭ হাজার ৭৩৯ ভোটে। ৫২.৯০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল তৃণমূল। হিন্দিভাষীদের ভোট পেতে এই আসন আরজেডিকে ছেড়ে দেওয়া বামেদের অন্যতম ভুল সিদ্ধান্ত বলেই মনে করা হয়। এদিকে ২০১৪ সালের উপনির্বাচনে পরিচিত বাঙালি ছবির অভিনেত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই কেন্দ্র থেকে দাঁড় করায় তৃণমূল। তিনি বিজেপির রীতেশ তিওয়ারিকে ১৪ হাজার ৩৪৪ ভোটে হারান। পরবর্তী নির্বাচনে ২০১৬ সালে কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রকে ১৩ হাজার ২১৬ ভোটে হারান নয়না। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির দেবদত্ত মাজিকে হারান ৪৫ হাজার ৩৪৪ ভোটে।

২০০৯, ২০১৯, এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়েও চৌরঙ্গী বিধানসভা আসনে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। তবে ২০১৪ সালে কংগ্রেস এগিয়ে ছিল ১ হাজার ৫৪৮ ভোটে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল এগিয়ে ছিল ২৬ হাজার ৫৬০ ভোটে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে রাজ্যের শাসকদল এগিয়ে ছিল ১৪ হাজার ৬৪৫ ভোটে। ২০১৯ সাল থেকেই অবশ্য এই কেন্দ্রে শাসকদলকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে বিজেপি। ২০১৯ লোকসভা ভোটে চৌরঙ্গী কেন্দ্রে কংগ্রেসের ভোটের হার ছিল মোটে ৫.৫০ শতাংশ। বামেদের সঙ্গে জোট করার পর কংগ্রেসের ভোটের হার এই কেন্দ্রে সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় ১২.৮০ শতাংশ। ২০২৪ সালের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের ভোটের হার ছিল ১৫.৭৪ শতাংশ। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের সময়ে চৌরঙ্গী কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৯ হাজার ৭১৩। যা ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের সময়কালীন ২ লক্ষ ৮ হাজার ২০১ ভোটারের থেকে বেশি। এই কেন্দ্রের মোট মুসলিম ভোটার ৩৭.৭০ শতাংশ, তফসিলি জাতির ভোটারের সংখ্যা ২.৬৯ শতাংশ। চৌরঙ্গি সমস্ত ভোটারই শহুরে। তবে এই কেন্দ্রে বরাবরই ভোটের হার কম। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছিল। শতাংশের নিরিখে তা ছিল ৫৮.৪০ শতাংশ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৫৩.৬১ শতাংশ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৫৫.৪০ শতাংশ, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৫৬.২০ শতাংশ এবং ২০১১ সালের নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৫৪.৪২ শতাংশ।

এখানে ভিন্ন ভাষাভাষী, জাতির মানুষের বাস। চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষদের প্রধান চাহিদা হল বাণিজ্যিক কেন্দ্র উন্নয়ন। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই বিষয়গুলিতে ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ২০২৬ নির্বাচনের আগে আরও বড় পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এই কেন্দ্রে বহু কাজও করেছে শাসক দল। যার মধ্যে রয়েছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'সবুজ সাথী', 'স্বাস্থ্যসাথী'-র মতো আরও একাধিক প্রকল্প। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে চৌরঙ্গী এলাকার হাজার হাজার মহিলা উপকৃত হয়েছেন। পাশাপাশি সবুজ সাথী প্রকল্পে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যে সাইকেল পেয়েছেন।শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছেন এলাকাবাসী। একইসঙ্গে তৃণমূল সরকারের 'দুয়ারে সরকার' শিবিরের মাধ্যমে চৌরঙ্গী এলাকার মানুষ ঘরের কাছে সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন। জাতি শংসাপত্র, আয় সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া সহজ হয়েছে।শুধু তাই নয়, চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক উপস্থিতি রয়েছে। জেলার প্রতিটি ব্লক, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূলের সক্রিয় কার্যকমিটি রয়েছে। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজও জোরদার করা হচ্ছে। হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে মহিলা সংগঠন, যুব তৃণমূল এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। আর সেই কারণেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূলকেই এই কেন্দ্র থেকে এগিয়ে রাখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অধিকাংশ। গত ৭ নির্বাচনের মধ্যে ৬টিতেই জয়ী হয়েছিল রাজ্য শাসকদল। তবে বিজেপি এবং বাম আর কংগ্রেস কিছু ক্ষেত্রে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে তৃণমূলকে। ফলে জমজমাট ভোটের লড়াই দেখা যেতে পারে এই কেন্দ্রে।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃণমূল কংগ্রেস	৭০,১০১	৬২.৮৭ %
দেবদত্ত মাজি	বিজেপি	২৪,৭৫৭	২২.২০ %
সন্তোষ পাঠক	কংগ্রেস	১৪,২৬৬	১২.৮০ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
চৌরঙ্গি	২,৫০,০০০	১,৩৫,৭৩৬	১,৩৫,৩৫০

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

ভবানীপুরে প্রচারে এক আবাসনের আবাসিকদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রচারে কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রিতেশ তিওয়ারি।

প্রচারে মানিকতলা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী সুগত রায়চৌধুরী।

প্রচারে জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী ভরতরাম তিওয়ারি

ভবানীপুর কেন্দ্রে প্রচার করছেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী।

প্রচারে টালিগঞ্জ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস।